উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা ২০১৯-২০২৪

কাহালু উপজেলা পরিষদ
বগুড়া

উপদেষ্টা

জনাব মোঃ মাছুদুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কাহালু উপজেলা, বগুড়া

পৃষ্ঠপোষকতায়

আল হাসিবুল হাসান, চেয়ারম্যান, কাহালু উপজেলা পরিষদ, বগুড়া
জনাব মোঃ আব্দুল রশিদ ভাইস চেয়ারম্যান, কাহালু উপজেলা পরিষদ, বগুড়া

সম্পাদনায়

জনাব মোঃ মাছুদুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কাহালু উপজেলা, বগুড়া

প্রকাশনা কমিটি

জনাব মোঃ মাছুদুর রহমান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কাহালু, বগুড়া
জনাব সবুজ কুমার বসাক সহকারী কমিশনার (ভূমি), কাহালু, বগুড়া
জনাব মোঃ হোসেন আলী, উপজেলা প্রকৌশলী, কাহালু, বগুড়া
জনাব মোঃ নূর নবী, উপজেলা মৎস্য অফিসার, কাহালু,বগুড়া
জনাব মোসাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস, উপজেলা কৃষি অফিসার, কাহালু, বগুড়া
জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কাহালু, বগুড়া
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, কাহালু, বগুড়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য), কাহালু, বগুড়া

কারিগরি সহোযোগীতায়

জনাব শাহরিয়ার ছিদ্দিক, সহকারী প্রোগ্রামার, কাহালু, বগুড়া

গ্রন্থস্বত্ব

উপজেলা পরিষদ, কাহালু উপজেলা, বগুড়া

প্রকাশকাল

জুলাই, ২০২২

সূচীপত্র

ক্র: নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	মুখবন্ধ..	৬
	বাণী...	৭-১১
০১	প্রথম অধ্যায়(উপজেলার পরিচিতি)	
	১.২ উপজেলার পরিচিত..	১২
	১.৩ উপজেলার মানচিত্র..	১৩
	১.৪ এননজরে কাহালু উপজেলা...	১৪-১৬
	১.৫ উপজেলার উল্ল্যেযোগ্য স্থান..	১৭-২১
২.	দ্বিতীয় অধ্যায় (আর্থ-সামাজিক তথ্য)	
	২.১ উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস ও নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জনবল...	২২
	২.২ বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্য	২৩
	২.২.১ সমাজসেবা..	২৪-২৫
	২.২.২ বিআরডিবি..	২৬-২৯
	২.২.৩ উপজেলা শিক্ষা...	৩০-৩১
	২.২.৪ মৎস্য...	৩২-৩৪
	২.২.৫ মহিলা বিষয়ক..	৩৫-৩৬
	২.২.৬ যোগাযোগ..	৩৭
	২.২.৭ পরিবার পরিকল্পনা..	৩৮
	২.২.৮ প্রাণী সম্পদ..	৩৯-৪০
	২.২.৯ সমবায়..	৪১
	২.২.১০ মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস...	৪২-৪৩
৩.	তৃতীয় অধ্যায় (পরিকল্পনা)	
	৩.১ পরিকল্পনা কি..	৪৪
	৩.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ	৪৫
	৩.৩ উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা সমূহ...	৪৬
	৩.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধাপ সমূহ..	৪৭-৪৮
৪.	চতুর্থ অধ্যায়(উপজেলার সম্পদ বিবরনী)	
	৪.১ উপজেলার সম্পদ বিবরনী	৪৯
৫.	পঞ্চম অধ্যায় (অবস্থা বিশ্লেষন)	
	৫.১ বার্ষিক পরিকল্পনারলক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ	৫০
	৫.২ এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষণ	৫১
	৫.৩ অবস্থা বিশ্লেষণ..	৫২-৫৩
	৫.৪ রুপকল্প..	৫৪-৫৬
৬.	ষষ্ঠ অধ্যায় (উন্নয়ন কার্যক্রম)	

ক্র: নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
৬.১	উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম	৫৭
৬.২	উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা	৫৮-৯৯
৭.	সপ্তম অধ্যায় (বাজেট)	
৭.১	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেট	৭৮
৮.	অষ্টম অধ্যায়(মনিটরিং ও মূল্যায়ন)	
৮.১	পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন...	৯৮
৮.২	বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি...	৯৮
৮.৩	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো.......................	৯৮

মুখবন্ধ

যে কোন দেশ, এলাকা বা সংস্থার উন্নয়ন নির্ভর করে তার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও যথাযথ বাস্তবায়নের উপর। বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরের কাঠামো হচ্ছে উপজেলা পরিষদ। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ, স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ ও জনগনের দোরগোরায় সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে এ কাঠামো গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সনের উপজেলা পরিষদ আইন এবং উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকায় উপজেলাকে প্রতি পাঁচ বছর পর পর পঞ্চ-বার্ষিক এবং প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কথা বলা আছে। কিন্তু এ যাবত কোন উপজেলাই এ পরিকল্পনা সমুহ তৈরী করেনি। যদিও কিছু কিছু উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা কেবল উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে যা মান সম্মত বা কার্যকর হয়নি। ফলে উপজেলা সমুহ এ উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাবে সার্বিক উন্নয়ন ও কাংখিত সেবা নিশ্চিত করতে পারছিল না। আর এ কারনেই বাংলাদেশ সরকার JICA এর কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের বিভিন্ন উপজেলায় সমন্বিতভাবে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার লক্ষ্যে UICDP নামক একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আর নন্দীগ্রাম উপজেলা সেই সৌভাগ্যবান উপজেলাদের একটি। এ প্রকল্পের সহায়তায় নন্দীগ্রাম উপজেলা ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের জন্য তার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কাজ হাতে নেয় এবং যথাসময়ে তা সম্পন্ন করে। উপজেলা পরিষদ নন্দীগ্রাম উপজেলার আওতাভুক্ত পৌরসভা, ইউনিয়ন সমুহ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিষদ আগামী অর্থ-বছরে নন্দীগ্রাম উপজেলায় কি কি উন্নয়ন কাজ করবে তার একটি রুপরেখা দেয়ার চেষ্টা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় নন্দীগ্রাম উপজেলা আগামী বছরগুলোতে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

মোঃ জিয়াউল হক

জেলা প্রশাসক

বগুড়া

জেলা প্রশাসকের বাণী

দেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোর দ্বিতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে উপজেলা পরিষদ। প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ আহরনের মাধ্যমে উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এ কাঠামো গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সনের উপজেলা পরিষদ আইন ও উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকায় উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কথা বলা আছে। বাংলাদেশ সরকার JICA এর কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের বিভিন্ন উপজেলায় সমন্বিতভাবে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রতি বছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার জন্য UICDP প্রকল্প হাতে নিয়েছে। রাজশাহী বিভাগ ও বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলা এ ৮টি উপজেলার একটি। বগুড়া জেলার জেলা প্রশাসক হিসাবে আমি আনন্দিত ও খুশি হয়েছি কাহালু উপজেলা সফলভাবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করতে পেরেছে। আমি আশা করবো উপজেলা পরিষদ এ পরিকল্পনা মোতাবেক তার উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং উপজেলাকে একটি মডেল উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলবে। আমি এ কাজের সংগে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোঃ জিয়াউল হক

৩

মোঃ মামুনুর রশীদ
উপ পরিচালক
স্থানীয় সরকার, বগুড়া।

উপ পরিচালকের বাণী

বগুড়া উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। **কাহালু** উপজেলা পরিষদের 'বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা' সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করি।

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই স্তরকে অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য বর্তমান সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে, তেমনই একটি প্রকল্প UICDP। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন UICDP'র প্রধান উদ্দেশ্য হলো উপজেলা পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রম জোরদার করা। এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা এবং সরকারি নীতি প্রতিফলনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও হস্তান্তরিত ১৭টি দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এলাকার সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন যার ফলে সুষ্ঠুভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হবে। দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সম্পদ ব্যবহারে অপচয় কমবে, উন্নয়নের ভিত টেকসই হবে এবং অনগ্রসর জনগণের উন্নয়ন সম্ভবপর হবে। আমি উদ্যোগকে স্বাগত জানাই ও কাহালু উপজেলার সাফল্য কামনা করি।

মোঃ মামুনুর রশীদ

আল হাসিবুল হাসান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
কাহালু, বগুড়া

উপজেলা চেয়ারম্যানের বাণী

বগুড়া উপজেলা বগুড়া জেলার একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। উপজেলা সৃষ্টির পর থেকেই এ উপজেলা তার উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব স্থানীয় জন প্রতিনিধিগণের জন্য সমন্বিতভাবে উপজেলার উন্নয়ন করা কষ্টসাধ্য করে তুলেছিল । তবে আশার কথা কাহালু উপজেলা বাংলাদেশ সরকার ও UICDP প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় এই প্রথম ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের জন্য একটি ”বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা” প্রণয়ন করেছে।

সুশাসন ও জবাবদিহিতা ছাড়া যেমন একটি প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না তেমনি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও সেই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান জনবান্ধব সরকার তাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর উন্নয়নে বিশ্বাসী। জনপ্রতিনিধি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সিভিল সোসাইটি ও ব্যক্তি মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরীর লক্ষ্যেই এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে বলে আমি জেনেছি। এটা বাস্তবায়িত হলে পরে যেমন একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব হবে তেমনি প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বৃদ্ধি পাবে। জনগন প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহনের ফলে নিজেদেরকে মর্যাদাপূর্ণ ভাববে।

আমি এ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানচ্ছি এ উপজেলাকে সুন্দও সুন্দর প্রকল্পে রাখার জন্য। আমি আশা করবো উপজেলা পরিষদ এ পরিকল্পনা মোতাবেক তার উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত রাখবে।

আল হাসিবুল হাসান

মোঃ মাছুদুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কাহালু, বগুড়া

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাণী

কাহালু উপজেলা বগুড়া জেলার একটি অন্যতম প্রধান উপজেলা। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবনযাত্রার মানেও এই উপজেলা আলোচিত এবং আলোকিত। ”বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা” করার মাধ্যমে এই উপজেলার উন্নয়ণ কর্মকান্ডে একটি সমন্বয়ের সুযোগ তৈরী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী সেবায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে, অংশগ্রহনমূলক, শক্তিশালী, জবাবদিহিতামূলক, নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদকে কার্যকরী করা সম্ভবপর নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘমেয়াদের ভিশনই পারে ভবিষ্যতের কাংখিত মাত্রার স্থানীয় সরকার তৈরী করতে।

উপজেলার বিভিন্ন দফতরের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখানে স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্ব-স্ব দফতরের কাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। কাহালু উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান একটি একীভূত সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি।

এই পরিকল্পনা পুস্তিকায় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর ও তার কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। আরো ধন্যবাদ জানাই TGP এর সদস্যবৃন্দসহ তাদের যারা এই পুস্তিকা প্রণয়নে নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং একে স্বার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন।

মোঃ মাছুদুর রহমান

৫

প্রথম অধ্যায়

উপজেলার পরিচিতি

কাহালুর ইতিহাস ও পরিচিতি

নাগর নদীর পশ্চিমপার্শে কাহালু থানার অবস্থান। থানার নমকরণ কখন কিভাবে হয়েছিল সে বিষয়ে ইতিহাস সমর্থিত কোন তথ্য প্রমানাদি না পাওয়া গেলেও এ থানার নামকরণ বিষয়ে প্রবীন ব্যাক্তিরা তথ্য দিয়েছেন। এ থানায় এক সময় তাঁত শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। তখন ''ধুপছায়া'' নামে এক ধরনের উন্নত মানের দামী তাঁতের শাড়ি তৈরী হত এই ''ধুপছায়া'' শাড়ী হতে এ থানার নাম হয় ধুপছাঁচিয়া। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনামলে তাঁত শিল্পকে গুরুত্ব দিয়েই কাহালু সদরে তাঁত প্রশিক্ষন কেন্দ্র গড়ে উঠে, যা সরকার নিয়ন্ত্রিত ছিল। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রথমে বাঙ্গালী খ্রিষ্টিয়ানগণ প্রশিক্ষক ছিলেন। পরবর্তীতে মুসলমান প্রশিক্ষক উক্ত তাঁত প্রশিক্ষন কেন্দ্রে চাকুরী করতেন, তাদের বংশধর এখনও কাহালু রয়েছেন।

আবার কেউ কেউ বলতেন, এককালে হিন্দু প্রধান এলাকা হিসাবে এখানে প্রচুর ধোপী (ধোপা) শ্রেণীর লোক বাস করতেন। সদরের পাইকপাড়া থেকে মাঝি পাড়া হয়ে মহলদার পাড়ার মধ্য দিয়ে কাহালু পাইলট হাইস্কুলের পশ্চিম ও দক্ষিন পার্শ্বে (প) মরাগাংগী নামক খাল ছিল ধোপারা এখানে তাদের কাপড় ধোয়া ও শুকানোর কাজ করতেন। এই ধোপী ও ধোপা কথাটি থেকেই কালক্রমে এই এলাকার নামকরণ হয়েছে ধোপচাঁচিয়া।

অনেকে বলেন প্রাচীন কালে এই এলাকায় ধূপের চাষাবাদ ছিল। তা থেকে ধূপচাঁচিয়া। যা পরবর্তীতে কাহালু নামে পরিচিত পায়।

১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে খাঁর আলে ভূমি জরিপ ও মৌজার নামকরণ প্রথম শুরু হয়। তখন থেকেই কাহালু মৌজার সৃষ্টি হয়েছে বলে কথিত হয়েছে।

মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁর শাসনামলে নাটোরে ভূ-বন্দোবস্ত চালু করেন। পরবর্তীতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার অধীনে নাটোরের রানী ভবনীর তত্ত্বাবধানে শাসন করা হতো। কাহালু এলাকার প্রভাবশালী মহাজন রঘুনাথ কুন্ডু ব্যবসায়ী কাজে প্রায়ই নাটোর যেতেন। রানী ভবানীর খাট্রা পরগনা নিলাম হওয়ার কথা শুনে ব্যবসার মালামাল কেনার টাকা দিয়ে এ অঞ্চলে পারগনার ইজারা নিয়ে ''চৌধুরী জমিদারী এস্টট'' নামে অত্র এলাকার জমিদারী প্রথা চালু করেন। প্রায় দেড়শ বছর এ এলাকায় জমিদারী প্রথা চালু ছিল।

কাহালু আদমদীঘি থানার নিয়োগী পরিবার ও কাহালু চৌধুর জামদারী এস্টেটের অধীনে ১৩ আনা খাজনা আদায় করা হতো।

উত্তরে-ক্ষেতলাল, পূর্বে কাহালু, শিবগঞ্জ, দক্ষিনে-আদামদীঘি ও কাহালু, পশ্চিমে আক্কেলপুর ও আদমদীঘি উপজেলা। এ উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভা সমন্বয়ে গঠিত। ০৬টি ইউনিয়ন এবং উক্ত পৌরসভায় ১১৫টি মৌজা ২১২টি গ্রাম ও ৩৭টি মহল্লা রয়েছে। যথাক্রমে কাহালু ইউনিয়নে ২০টি মৌজা এবং ৩২টি গ্রাম, ৩৭টি মহল্লা রয়েছে। কাহালু ইউনিয়নে ১১টি মৌজা ২৯টি গ্রাম,মালঞ্চা ইউনিয়নে ২০টি মৌজার ৩৫টি গ্রাম, গুনাহার ইউনিয়নে ৩০টি মৌজা ৪৮টি গ্রাম, মুরইল ইউনিয়নে ১২টি মৌজা ৩৬টি গ্রাম, নারহট্ট ইউনিয়নে ১৫টি মৌজার ৩২টি গ্রাম এবং কাহালু পৌরসভায় ৭টি মৌজার ৩৭টি মহল্লা রয়েছে।

কাহালু পুলিশ ষ্টেশন (থানা) এর কার্যক্রম ১৯৮০ সালে শুরু হয়। কাহালু থানাটি ১৯৮৩ সালের ১২ ডিসেম্বর বগুড়া জেলার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে উপজেলায় উন্নীত হয়। পরবতৃিতে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে ২০ এপ্রিল স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আদেশ বলে কাহালু পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাহালু উপজেলায় ব্রিটিশ আমলে প্রথম জমিদারী প্রথা চালু ছিল। পঞ্চায়েত প্রথা ও পওে ইউনিয়ন বোর্ড এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাম সরকার প্রথা চালু আছে।

১.৩ উপজেলার মানচিত্র

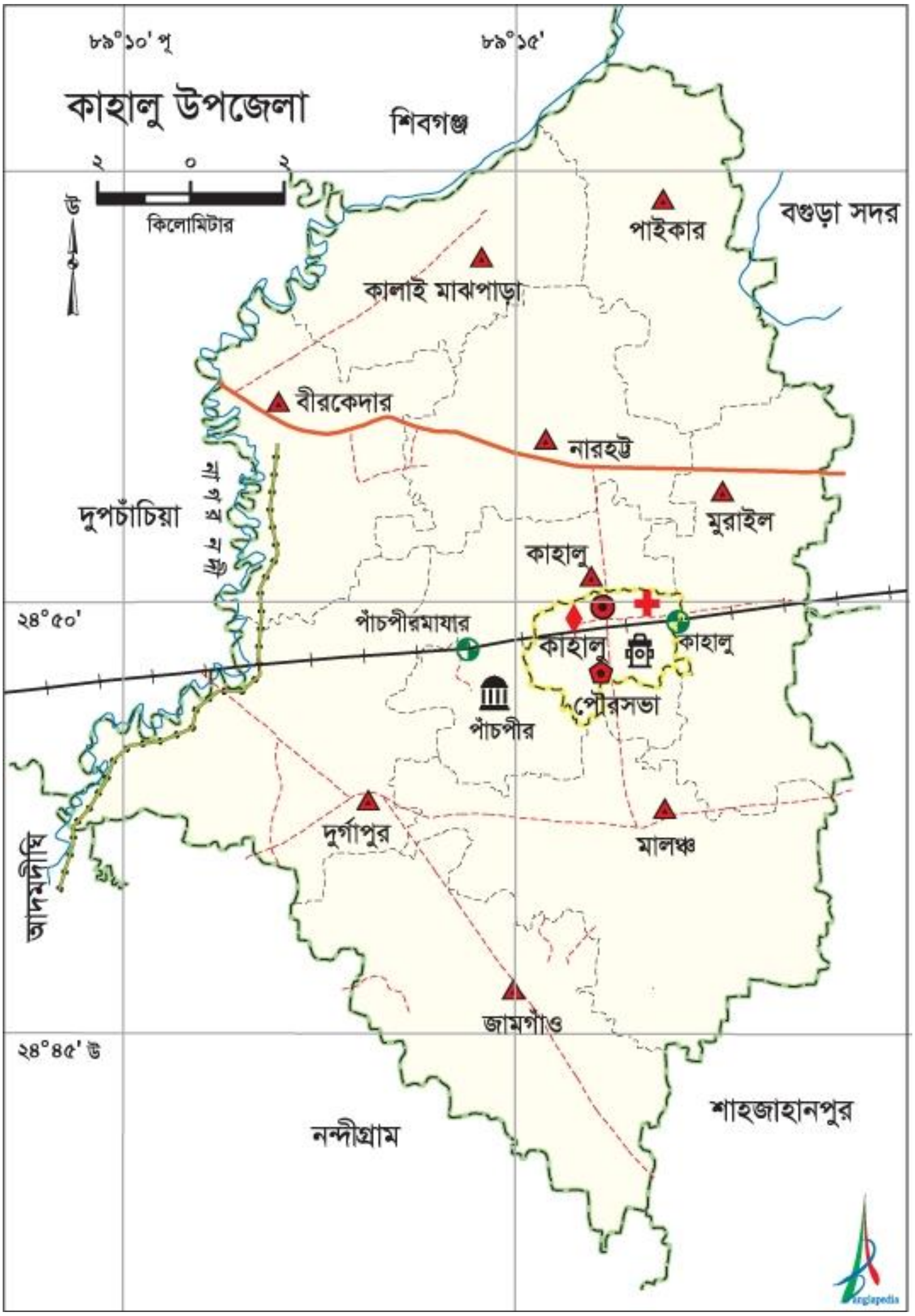

১ একনজরে কাহালু উপজেলা

উপজেলার সীমানা	কাহালু এর উত্তরে- জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল উপজেলা, দক্ষিণে- আদমদীঘি ও কাহালু শিবগঞ্জ, পূর্বে- জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলা এবং পশ্চিমে- আক্কেলপুর ও আদমদীঘি উপজেলা ।
উপজেলার আয়তন	১৬২.৪৫ বর্গকিলোমিটার
প্রশাসনিক ভবনের অবস্থান	**বগুড়া শহর হতে বগুড়া-নওগাঁ মহাসড়কে ১৫ কি:মি: দুরে কাহালু সিও অফিস বাসস্ট্যান্ড হতে ৫০০ গজ দক্ষিণে মুরইল-কাহালু রোডে দ্বিতল ভবনে উপজেলা নির্বাহি অফিসারের কার্যালয় অবস্থিত।**
প্রশাসনিক ইউনিটঃ	☐ পৌরসভা ঃ ০২টি (কাহালু পৌরসভা ‘‘ক’’ শ্রেণিভূক্ত এবং মুরইল পৌরসভা ‘‘গ’’ শ্রেণিভূক্ত)। ☐ ইউনিয়নের সংখ্যা ঃ ০৬টি (নারহট্ট, চামরুল,মালঞ্চা, কাহালু, মুরইল ও গুনাহার।) ☐ **ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র : ০৬ টি** ☐ **মৌজার সংখ্যাঃ ১১৫ (একশত পনের)টি** ☐ **গ্রামের সংখ্যাঃ ২৩২ টি**
জনসংখ্যা বিষয়ক	☐ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ঃ ১,৭৬,৬৭৮ জন। পুরুষ-৮৭,০৭৩ জন এবং মহিলা- ৮৯,৬০৫ জন। ☐ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঃ ১.৪৯%। ☐ জনগোষ্ঠির প্রধান পেশা ঃ কৃষি ৬৫%। ☐ ভোটার সংখ্যা ঃ ১,২৫,৬৯১ জন, পুরুষ- ৬১,৮১৪ জন এবং মহিলা ৬৩,৮৭৭ জন।
কৃষি সম্পর্কিত	☐ মোট জমির পরিমাণ ঃ ১৬,২১৫ হেক্টর ☐ আবাদি জমির পরিমাণ ঃ ১৬,০৩৫ হেক্টর ☐ খাদ্য শস্য উৎপাদন ঃ ১,০০,০০৫ মেঃ টন ☐ খাদ্য শস্যের চাহিদা ঃ ৩৪,২৬২ মেঃ টন। ☐ উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ঃ ৬৫,৭৪৩ মেঃ টন ☐ বর্তমান ফসলের তথ্যাদিঃ ☐ (ক) বোরো লক্ষ্যমাত্রা ঃ ১,৩৩,০০৫ হেঃ, অর্জিত ঃ ৩৫০ হেঃ ☐ (খ) আলুর লক্ষ্যমাত্রা ঃ ৭০০০ হেঃ, অর্জিত-৭০০০ হেঃ। ☐ (গ) শাক-সবজি লক্ষ্যমাত্রা ঃ ২৫০ হেঃ, অর্জিত-২৩০ হেঃ। ☐ (ঘ) খাদ্য সংরক্ষণাগারঃ ২ টি (ঙ) চাতালের সংখ্যাঃ ২৬২ টি‘
শিক্ষা বিষয়ক তথ্যাবলিঃ	☐ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ৮৪টি। ☐ ভর্তির হার ঃ ৯৯.৯৫%। ☐ ঝড়ে পড়ার হার ঃ ৭%। ☐ শিক্ষার হার ঃ ৬৭%। ☐ বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ৩১ টি ☐ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ০৪টি ☐ মাদ্রাসা ঃ ২৫ টি ☐ বেসরকারী কলেজ ঃ ১১ টি ☐ কারিগরী কলেজ ঃ ০৪ টি ☐

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত	☐ ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ ০১টি ☐ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কেন্দ্র ঃ ০৪টি । ☐ কমিউনিটি ক্লিনিক ঃ ২৪টি । ☐ বেসরকারী ক্লিনিক ঃ ০৮ টি
সমাজ সেবামূলক কার্যক্রমঃ	মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা : ১৪৫ জন । শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা : ০৫ জন মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রাপ্ত সংখ্যা -১১৩ জন (ভাতা ২০০০/-) বয়স্ক ভাতা প্রাপ্ত সংখ্যা ঃ ৩,৩২২ জন (ভাতা- ৩০০/-) প্রতিবন্ধি ভাতা প্রাপ্ত সংখ্যা ঃ ৩৬৮ জন (ভাতা- ৩০০/-) বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা ঃ ১,৬৩৪ জন
যোগাযোগ বিষয়ক ঃ	☐ মোট রাস্তা ঃ ২৬০.৮০ কি:মি: ☐ পাকা রাস্তা ঃ ৬৬.১৩ কি:মি: ☐ আধাপাকা ঃ ১০.৪৯ কি:মি: ☐ কাঁচা রাস্তা ঃ ১৮৪.১৮ কি:মি: ☐ রেলপথ ঃ ১০.০০ কি:মি: ☐ নদীপথ ঃ ২৬০.৮০ কি:মি ☐ রেলওয়ে স্টেশন ঃ ০২ টি ☐ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ(সরকারি) ঃ ০২ টি ☐ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ☐ (বেসরকারি) ঃ ০১ টি ☐ ডাকঘরের সংখ্যা ঃ ১১ টি ।
ব্যবসা -বাণিজ্য বিষয়ক ঃ	☐ হাটের সংখ্যা ঃ ১১ টি ☐ বাজার ঃ ০২ টি ☐ ব্যাংকের সংখ্যা ঃ ১১ টি ☐ কর্মরত এন, জি, ও-এর সংখ্যা ঃ ১২ টি ☐ হিমাগার ঃ ০২ টি ☐ মার্কেট ঃ ০৩ টি ☐ এলুমিনিয়াম ফ্যাক্টরি ঃ ০৩ টি ☐ অটোরাইচ মিল ঃ ০১ টি ☐ সার কারখানা ঃ ০১ টি ☐ সিমেন্ট কারখানা ঃ ০১ টি ☐ অটো বিস্কুট ফ্যাক্টরি ঃ ০১ টি ব্রেড এন্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরি ঃ ০২
অন্যান্য তথ্য	☐ আবাসন/আশ্রয়ন প্রকল্প ঃ ০১ টি (মোড়গ্রাম) । ☐ জলমহালের সংখ্যা ঃ ৫৩১টি । ☐ আদর্শ গ্রাম ঃ০৩ টি ☐ পাবলিক লাইব্রেরি ঃ ০২ টি ☐ প্রেস ক্লাব ঃ ০১ টি ☐ শিল্পকলা একাডেমি ঃ ০১ টি

৭

উপজেলা কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম	☐ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন ,তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় ☐ উপজেলার আইন-শৃঙ্খলার বিষয় পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহন। ☐ ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, পরীক্ষণ, প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ☐ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগনকে কাংখিত সেবা প্রদান ☐ জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ। ☐ স্যানিটেশন ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ। ☐ উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান; ☐ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম তদারকি ও উহাদিগকে সহায়তা ☐ আন্ত ঃ ইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা ☐ জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ। ☐ উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারে এবং শিক্ষার্থিদের ঝরে পড়া রোধে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান; ☐ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম তদারকি ও উহাদিগকে সহায়তা প্রদান।
উলেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান ঃ	☐ ১) মুরইল শাহ এয়তেবাড়িয়া পীর সাহেব এর মাজার ☐ ২) নারহট্ট পীর জিয়া উদ্দিন সাহেব এর মাজার ☐ ৩) কেন্দ্রীয় মহাশ্মশান কালী বাড়ি ☐ ৪) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার কাহালু ☐ ৫) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ ‘স্মৃতিঅম্লান’ ☐ ৬) গুনাহার জমিদার বাড়ি ☐ ৭) কাহালু চৌধুরী বাড়ি ☐ ৮) প্রাচীনতম বটবৃক্ষ, আটগ্রাম, চামরুল

৮

কাহালু উপজেলার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানঃ

৯

১০

১১

দ্বিতীয় অধ্যায়
আর্থ-সামাজিক তথ্য

উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস ও নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জনবলঃ

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
	উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস			
১	চেয়ারম্যান	১	১	০
২	ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ)	১	১	০
৩	ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা)	১	১	০
৪	সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৫	জিপ গাড়ী চালক	১	১	০
৬	অফিস সহায়ক	২	২	০
৭	মালি	১	১	০
	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়			
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	১	১	০
২	অফিস সুপার	১	১	০
৩	সিএ কাম ইউডিএ	১	১	০
৪	সহকারি প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১	০
৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২	২	০
৬	জিপ চালক	১	১	০
৭	ফটোকপি অপারেটর	১	১	০
৮	অফিস সহায়ক	২	২	০
৯	নিরাপত্তা প্রহরী	২		০
১০	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	১	০

২.০ বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্য

সূত্র আদমশুমারিরিপোর্ট২০০১, বাংলাদেশপরিসংখ্যানব্যুরো।

২.২.১ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ঃ

০১	প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা	০৬ টি
০২	প্রকল্পভূক্ত গ্রামের সংখ্যা	১৩৫

লক্ষ্য: সকল দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য উন্নত জীবনযাত্রা ও সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানকারী সমাজ

উদ্দেশ্য: ১) দু:স্থ মহিলাদের জন্য অনুদান ঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা।
২) ছিন্নমূল ও এতিমের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, শিক্ষা ও পুনর্বাসন।
৩) সামাজিক স্থিরতা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।
৪) ক্যান্সার ও দূরারোগ্য রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান।
৫) বৃদ্ধাশ্রম ও শান্তি নিবাসের সেবা গ্রহণের জন্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের সমাজসেবা অধিদফতরের নিয়ন্ত্রাধীনে একটি প্রতিষ্ঠান।

অনুমোদিত পদ ও বিদ্যমান জনবল:

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত
উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	০১	০১
ফিল্ড সুপারভাইজার	০১	০
অফিস সহকারী	০১	০

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত
ইউনিয়ন সামাজকর্মী	০৬	০৪
কারিগরী প্রশিক্ষক	০৩	০২
অফিস সহায়ক	০১	০১
নিরাপত্তা প্রহরী	০১	০১

সেবার ও কাজের ক্ষেত্র:

- প্রতিবন্ধী নিবন্ধীকরণ
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী বাস্তবায়ন
- নিবন্ধীত এতিমখানার এতিমদের কাপিটেশন গ্রান্ট বাস্তবায়ন
- স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধীকরণ
- পল্লী মাতৃকেন্দ্র মহিলাদের ঋণ সহায়তা
- প্রতিবন্ধীদের ঋণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়ন

স্থানীয় তথ্যঃ

- বয়স্ক ভাতা ভোগীর সংখ্যা-৪৮৩৫ জন।
- বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ ভাতা ভোগীর সংখ্যা-১৯৫৮ জন।
- অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীর সংখ্যা-১১২৬ জন।
- মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ভোগীর সংখ্যা-৪৪৮ জন।
- ক্যাপিটেশন গ্রান্ড প্রাপ্ত এতিমখানার সংখ্যা-৭ টি।
- নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সংখ্যা-৫৬ টি।

উন্নয়ন অগ্রাধিকার/চাহিদা ক্রমঃ

উন্নয়ন কর্মসূচীর নাম/বিবরণ	কেন	কোথায়	কিভাবে	অর্থের উৎস	অগ্রাধিকার/ চাহিদাক্রম
প্রতিবন্ধীদের জন্য হুইল চেয়ার বিতরণ	প্রতিবন্ধীদের ভালভাবে চলাফেরা করার জন্য	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	টার্গেট গ্রুপকে বাছাইয়ের মাধ্যমে বছরে অন্তত ২০ জনকে হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা	উপজেলা পরিষদ	১
ক্যান্সার ও দুরারোগ্য রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা	দুস্থ ও গরিব মানুষেরা চিকিৎসা করতে পারে না	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	ইউনিয়ন ভিত্তিক সভা, পোস্টার, প্রচারণা, উঠান বৈঠক	উপজেলা পরিষদ	১
ট্রেনিং সেন্টার চালু ও প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধি	ইউনিয়ন পর্যায়ে ও উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রশিক্ষণ প্রদান	বিভিন্ন ধরনের দর্জি প্রশিক্ষণ ও হাতের কাজ, ব্লক-বাটিকের কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া	উপজেলা পরিষদ	১
হিজড়া, হরিজন, দলিত ও বেদেদের প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করা	ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	বাড়ি বাড়ি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	রাজস্ব তহবিল উপজেলা পরিষদ	১

২.২.২ বিআরডিবি অফিস এর কার্যক্রমঃ

- স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষন প্রদান
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন
- আধুনিক প্রযুক্তিগত সহায়তা
- বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত
- ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল উন্নত পল্লী গঠন।
  - প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:
  - স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের অধিন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান।

অনুমোদিত পদ ও বিদ্যমান জনবল:পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত
ইউআরডিও	০১	০১
এআরডিও	০১	০১
হিসাব রক্ষক	০১	০১
হিসাব সহকারী	০১	-
অফিস সহকারী	০১	০১

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত
পরিদর্শক	০২	০২
প্রধান পরিদর্শক	০১	-
গ্রাম সংগঠক	০২	-
মাঠ সহকারী	০৬	০৫
অফিস পিয়ন	০১	০১
নৈশ প্রহরী	০১	-

- সেবার ও কাজের ক্ষেত্র :

ক্রং নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	পল্লী অঞ্চলে কৃষক,বিত্তহীন ও মহিলা জনগোষ্ঠী নিয়ে প্রাথমিক সমবায় সমিতি দল গঠন	১.স্থানীয় ও সমমনা কৃষক/ বিত্তহীন/মহিলাদের উদ্বুদ্ধকরন ২.আগ্রহীদের নিয়ে উঠান বৈঠক ৩.সদস্য নির্বাচন ৪.ইউআরডিও কর্তৃক সমিতি/দল গঠনের আবেদন গ্রহন	১.সভার রেজুলিউশনের কপি ২.পূরনকৃত আবেদনপত্র ৩.সভ্য রেজিষ্টার ও অন্যান্য বহি প্রাপ্তিস্থান : উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	সদস্য ভর্তি ফি ১০/- টাকা (নির্ধারিত ব্যাংকে জমাদান ও রশিদ আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করন)	৮সপ্তাহ	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লী ভবন উপজেলা পরিষদ
২	প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিবন্ধন	১.সদস্যগন কর্তৃক সমিতির (শেয়ার ক্রয় এবং পুঁজি গঠনের) লক্ষ্যে সঞ্চয় জমা ২.পাথমিক সমিতি কর্তৃক নিবন্ধন ফি বাবদ ৩০০/- এবং ভ্যাট বাবদ ৪৫/- টাকার ট্রেজারী চালান জমাদান (বিত্তহীন, ভূমিহীন ও আশ্রয়হীনদের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে গঠিত সমিতির ক্ষেত্রে মোট ৫০/- টাকা) ৩.নিবন্ধনের সুপারিশসহ উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে প্রেরন।	১.আবেদনপত্র(ফরম-৩) পাসপোর্ট আকারের এক কপি ও জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি ২.সমিতির উপ-আইন, প্রয়োজনীয় রেজিষ্টার, শেয়ার-সঞ্চয়ের ব্যাংক বিবরণী এবং সমিতির অফিসের ঠিকানার প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তিস্থান: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	প্রত্যেক সদস্যের ভর্তি ফি বাবদ ২০/- টাকার রশিদ ব্যাংকে জমা	১০ দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লী ভবন উপজেলা পরিষদ

৩	পল্লী উন্নয়ন দল গঠন	১.স্থানীয় ও সমমনা নারী/ পুরুষদের উদ্বুদ্ধকরন ২.আগ্রহীদের নিয়ে উঠান বৈঠক ৩.সদস্য নির্বাচন ৪.সঞ্চয় জমা ৪.ইউআরডিও কর্তৃক দল গঠনের আবেদন গ্রহন এবং স্বীকৃতি প্রদান	১.আবেদন পত্র, প্রত্যেকের পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি ও জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি ২.পাশবহি ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেজিষ্টার প্রাপ্তি স্থান : উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	প্রত্যেক সদস্যের ভর্তি ফি বাবদ ১০/- টাকা করে (ব্যাংকে জমা)	৮ সপ্তাহ	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লী ভবন উপজেলা পরিষদ

৪	সুফলভোগী সদস্যদের জন্য মানবিক উন্নয়ন সমবায় সাংগঠনিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১.প্রশিক্ষণের জন্য প্রাথমিক সমিতি/ পল্লী উন্নয়ন দলের সদস্য মনোনয়ন ২.মনেনীত সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অবহিতকরন ৩. উপজেলা পল্লী ভবনে স্থানীয় ভাবে/বিভিন্ন প্রশিক্ষন কেন্দ্রে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠান	সদস্য মনোনয়নে প্রাথমিক সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সাপ্তাহিক সভার সিদ্ধান্ত সম্বলিত রেজুলিউশনের কপি	-	যাচাইয়ের জন্য ৭দিন প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১-৫ কর্মদিবস	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লী ভবন উপজেলা পরিষদ

	উপকারভোগীদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি	১.মাঠকর্মী কর্তৃক সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার ক্রয়/সঞ্চয় জমার অর্থ সংগ্রহ ২.মাঠকর্মী কর্তৃক পাশবহি ও আদায় শীটে এন্ট্রি এবং জমার রশিদ প্রদান ৩.ব্যাংকে জমাপূবর্ক রশিদ সমিতিতে প্রদান	১.পাশবহি,রশিদ বহি ও আদায় শীট ২.ব্যাংক জমার তিন পার্ট রশিদ প্রাপ্তিস্থান : উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	-	১দিন	সংশ্লিষ্ট ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাঠকর্মী পল্লী ভবন উপজেলা পরিষদ
৬	কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মূলধন (ঋন তহবিল) যোগান ও তদারকি	১.প্রাথমিক সমিতি/দল হতে ঋণ গ্রহণের আবেদন পত্র জমা ২.প্রাথমিক সমিতি/দলের সাপ্তাহিক সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ৩.উপজেলা পর্যায়ে ঋণ প্রক্রিয়াকরন /অনুমোদন ৪.ব্যাংক হতে ঋণের টাকা উত্তোলন,সদস্য পাশবহিতে এন্টি প্রদান ও ইউআরডিও’র দপ্তরে সদস্যদের মাঝে বিতরন ৫.বিতরনকৃত ঋণ যথাযথভাবে ব্যবহারে সহায়তা দানের লক্ষ্যে নিয়মিত সদস্যদের সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ প্রদান	১.প্রাথমিক সমিতি/দল-এর সাপ্তাহিক সভার রেজুলিউশনের কপি,প্রত্যেক সদসস্যে পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি ও জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি ২.ঋণের আবেদন পত্র, তমসুক,ডিপিনোট ৩.আমোক্তারনামা,মর্টগেজ (কৃষক/মহিলা সমিতির ক্ষেত্রে) এবং উৎপাদন পরিকল্পনা (কৃষক সমিতির ক্ষেত্রে) প্রাপ্তিস্থান : উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	সদস্য পাশ বহি বাবদ ১৫/- টাকা ব্যাংকে জমা	৭-১৫দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লী ভবন উপজেলা পরিষদ
৭	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য নামমাত্র সেবামূল্যে ঋণ সহায়তা	১.ঋণের জন্য আবেদন গ্রহণ,যাচাই-বাছাই ২.উপজেলা কমিটির সভায় অনুমোদন ৩.একাউন্ট-পেয়ী চেক বিতরন	১.মুক্তিযোদ্ধা সনদের কপি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সনদের কপি, ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যয়ন পত্র, ৩০০/- টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা ২.ঋণের আবেদন পত্র,এক কপি ছবি,দায়বদ্ধকরন পত্র ও অঙ্গিকারনামা প্রাপ্তিস্থান : উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	সদস্য প্রতি পাশবহি বাবদ ১৫/- টাকা ব্যাংকে জমা	৭-১৫দিন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পল্লী ভবন উপজেলা পরিষদ

স্থানীয় তথ্য:

১. নিবন্ধিত সমিতির সংখ্যা ১০৭ টি। ২. পল্লী উন্নয়ন দল: ৯৯ টি। ৩. উপকার ভোগীর সদস্য সংখ্যা ১৫২৩৫ জন।

উপজেলা আওতাভূক্ত (সংখ্যা)				বিআরডিবি ভূক্ত (সংখ্যা)			
পৌরসভা	ইউনিয়ন	গ্রাম	পরিবার	পৌরসভা	ইউনিয়ন	গ্রাম	পরিবার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	০৬	১৭৯	৩১৭৮৬	০১	০৬	১০৭	৯৭৩১

উন্নয়ন অগ্রাধিকার/চাহিদা ক্রম:

উন্নয়ন কর্মসূচির নাম/বিবরণ	কেন	কোথায়	কীভাবে	অর্থের উৎস		অগ্রাধিকার/ চাহিদা ক্রম
আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের বিষয়ে প্রশিক্ষণ	জনসম্পদ কে জনশক্তিতে রুপান্তর করা	উপজেলা পরিষদ চত্বর	দক্ষ প্রশিক্ষকের ব্যবস্থাপনায়	বিভাগীয়/এডিপি/ স্থানীয় সরকার		১ম
কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষাণোত্তর উপকরন বিতরন	কর্মসূচি জোরদার ও বেগবান করা	উপজেলা পর্যায়ে	দাপ্তরিক তৎপরতা ও প্রশাসনিক সহায়তা	বিভাগীয়/এডিপি/ স্থানীয় সরকার		২য়
মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	মূলধনের কার্যকর ও দক্ষ ব্যবহার	উপজেলা পর্যায়ে	দক্ষ প্রশিক্ষকের ব্যবস্থাপনায়	বিভাগীয়/এডিপি/ স্থানীয় সরকার		৩য়
উন্নত জাতের কৃষি চাষ পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ	কর্মসূচি জোরদার ও বেগবান করা	উপজেলা পর্যায়ে	দক্ষ প্রশিক্ষকের ব্যবস্থাপনায়	এডিপি/ স্থানীয় সরকার		৪র্থ
গাভী পালন ও গবাদী পশু মোট তাজা করন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	মূলধনের কার্যকর ও দক্ষ ব্যবহার	উপজেলা পর্যায়ে	দক্ষ প্রশিক্ষকের ব্যবস্থাপনায়	বিভাগীয়/এডিপি/ স্থানীয় সরকার		৫ম

বিআরডিবি, কাহালু, বগুড়া বার্ষিকপরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম:	উন্নয়ন কর্মসূচির নাম/বিবরণ	উৎস	পরিমাণ/ ব্যাচ	ব্যয়	সুফল ভোগী
১	আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের বিষয়ে প্রশিক্ষণ	উপজেলা পরিষদ	২০২২-২০২৩		
			২	০.৩০	৬০
২	কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষাণোত্তর উপকরন বিতরন	উপজেলা পরিষদ	২০২২-২০২৩		
			২	৩.৩০	৬০
৩	মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	উপজেলা পরিষদ	২০২২-২০২৩		
			২	০.৩০	৬০
৪	উন্নত জাতের কৃষি চাষ পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ	উপজেলা পরিষদ	২০২২-২০২৩		
			২	০.৩০	৬০
৫	গাভী পালন ও গবাদী পশু মোট তাজা করন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	উপজেলা পরিষদ	২০২২-২০২৩		
			২	০.৩০	৬০

২.২.৩ উপজেলা শিক্ষা অফিস

- শিশুদেরকে দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা;
- দেশের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিকরণ;
- শিশুদেরকে জাতীয়তাবোধে, সৃজনশীলতায়, বিজ্ঞানমনস্কতায় ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা;
- খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদেরকে শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ সাধনে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা;
- শিশুদের স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা;
- শিশুদের ঝড়ে পড়া রোধকরণ;

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ১১ জন জনবলবিশিষ্ট উপজেলা শিক্ষা অফিস। জেলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার।

অনুমোদিত পদ ও বিদ্যমান জনবল:

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুন্য পদ
উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	০১	০১	০
সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	০৫	০৫	০
উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	০১	০১	০

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুন্য পদ
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০২	০১	০১
হিসাব সহকারী	০১	০০	০১
অফিস সহায়ক	০১	০০	০১

উপজেলা শিক্ষা অফিস, কাহালু, বগুড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাজেট

উন্নয়ন কর্মসূচীর নাম/বিবরণ		২০১৯-২০২৪		
	অর্থেরউৎস	সংখ্যা (কর্মসূচি)	সুফল ভোগী	সম্ভ্যাব্য ব্যয়
গাইডওয়াল নির্মাণ	এডিপি	০২টি	শিক্ষক শিক্ষার্থী	৪.০
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রীল নির্মাণ	এডিপি	০২টি	শিক্ষক শিক্ষার্থী	২.০
টয়লেট মেরামত	এডিপি	০২টি	শিক্ষক শিক্ষার্থী	০.২০
জাতীয় পতাকার বেদিসহ স্ট্যান্ড	উপজেলা পরিষদ	১৫টি	শিক্ষক শিক্ষার্থী	০.৭৫
উপজেলা শিক্ষা অফিসের ফুলবাগানের প্রাচীর নির্মাণ	উপজেলা পরিষদ	---	---	---
হতদরিদ্র শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেস ক্রয়	উপজেলা পরিষদ	১৭টি	সকল শিক্ষার্থী	১.৭০
আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা	উপজেলা পরিষদ	৮৪টি	সকল শিক্ষার্থী	১.৬৮
বিদ্যালয় পর্যায়ে ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়	উপজেলা পরিষদ	৮৪টি	৮৪টি বিদ্যালয়	১.৬৮
মিডডে মিল চালুর জন্য সকল শিক্ষার্থীদের মাঝে টিফিন বক্স বিতরণ	উপজেলা পরিষদ	০১টি	সকল শিক্ষার্থী	০.৫০
শিক্ষার্থী উপস্থিতি বৃদ্ধিকরণে মা সমাবেশ আয়োজন	উপজেলা পরিষদ	১৪টি	সকল অভিভাবকগণ	০.৭০
উপজেলা পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন	উপজেলা পরিষদ	২টি	সকল শিক্ষার্থী	০.২০
কাব কার্যক্রম জোরদার করণে শিক্ষকদের কর্মশালা আয়োজন	উপজেলা পরিষদ	১টি	শিক্ষক শিক্ষার্থী	০.৫০
উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এসএমসি, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্মাননা প্রদান	উপজেলা পরিষদ	১টি	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি	০.১০

২.২.৪ উপজেলা মৎস্য সংক্রান্ত

লক্ষ্য: সকল জলমহালে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে মৎস্য চাষের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও উদ্বৃত্ত কাহালু উপজেলা

উদ্দেশ্য:

- মাছ চাষে গুনগত মানসম্পন্ন রেণু ও পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যে হ্যাচারি গুলোকে নিবন্ধনের আওতায় আনা;
- ব্যক্তিমালিকানাধীন হ্যাচারি গুলো দ্বারা মাছের অপরিকল্পিত সংকরায়ন বন্ধ করন;
- কৃষকদের কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি ও নতুন নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তর;
- মৎস্য আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করন ও আইন সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;
- মৎস্য চাষির পুঁজির অভাব দূরীকরণ;
- নিষিদ্ধ প্রজাতির মাছ চাষ প্রতিহত করণ;
- ছোট বড় সকল জলাশয়ে মাছ চাষ নিশ্চিত করন।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের উপজেলা একটি প্রতিষ্ঠান।

অনুমোদিত পদ ও বিদ্যমান জনবল:

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০১	০১
সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	০১	০১
ক্ষেত্র সহকারী	০১	-

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১
অফিস সহায়ক	০১	০১

সেবার ও কাজের ক্ষেত্র:

- চাষির পুকুর পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান
- প্রশিক্ষণ ও উন্নত প্রযুক্তি হস্ড়ান্ড়র
- পোনা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা
- ঋণ প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা
- মৎস্যজীবীদের নিবন্ধন ও আইডি কার্ড বিতরণ
- বিভিন্ন দপ্তরে মৎস্য বিষয়ক তথ্যাদি বিনিময়
- জাতিয় মৎস্য পুরষ্কার প্রাপ্তিতে সহায়তা দান
- উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনায় মৎস্যজীবীদের উদ্বুদ্ধ করন
- মৎস্য হ্যাচারি, মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারী এবং খুচরা ও পাইকারী মৎস্য খাদ্য বিক্রেতাদের অতিসহজে লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান

স্থানীয় তথ্য:

	সংখ্যা	আয়তন/উৎপাদন
বেসরকারি পুকুর/দিঘী	৫,৮৯৭ টি	১,১২৮.৭ হেক্টর
সরকারি পুকুর/দিঘী	৫৪৫ টি	১২০ হেক্টর
নদী ও খালের সংখ্যা	৬ টি	১১৮.৩ হেক্টর
বিলের সংখ্যা	০১ টি	১০৫ হেক্টর
মৎস অভয়াশ্রম	১	
বানিজ্যিক মৎস খামার	৮৪	২৬০ হেক্টর
মৎসজীবি সমবায় সমিতি	২৯ টি	
মৎসজীবি সমবায় সমিতির	৫৮০ জন	

	সংখ্যা	আয়তন/উৎপাদন
সদস্য		
বেসরকারি হ্যাচারি	৪৯ টি	৩৭,৭৭০ কেজি
বেসরকারি মৎস নার্সারি	৬২ টি	১০.৬১ মে:টঃ
নার্সারি/পোনা ব্যবসায়ি	২৬২ জন	
বরফ কল	৪ টি	
মৎস আড়ৎ	৩০ টি	
মৎস খাদ্য উৎপাদনকারী/বিক্রেতা	১৮ জন	

উন্নয়ন অগ্রাধিকার/চাহিদা ক্রম:

উন্নয়ন কর্মসূচি/পরিকল্পনা	কেন	কোথায়	কীভাবে	অর্থের উৎস	অগ্রাধিকার/ চাহিদা ক্রম
মৎস্য চাষি/হ্যাচারি অপারেটরদের কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি হস্তান্তর	মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস্য সম্পদের কৌলিতাত্বিক বৈশিষ্ঠ্য রক্ষাকরার জন্য	মাঠপর্যায়ে মৎস্য চাষি/হ্যাচারি অপারেটর ,কৃষক,বেকরযুবক ও সাধারণ জনগনের মাঝে, ইউনিয়ন, গ্রাম পর্যায়ে	মাঠপর্যায়ে মৎস্য চাষি/হ্যাচারি অপারেটর বিভিন্ন প্রশিক্ষন প্রদান, লোকালয়ে সাইনবোর্ড, লিফলেটবিতরণ, মাছ চাষ সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সভার মাধ্যমে।	বিভাগীয় ও উপজেলা পরিষদ	
উপজেলা পর্যায়ে ব্রুড ব্যাংক স্থাপন	গুণগতমানের রেনু ও পোনা প্রাপ্তি এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি।	সরকারী খাসখতিয়ান ভুক্ত ১০-১৫টি পুকুর ব্রুডব্যাংক হিসেবে ব্যবহার ।	সরকারী (উপজেলা মৎস্য দপ্তর) এবং বেসরকারী (হ্যাচারি মালিক) উদ্যোগে এটি বাস্তবায়ন করা হবে।	উপজেলা পরিষদ তহবিল এবং হ্যাচারি মালিকদের তহবিল।	
মৎস্য আইন সম্পর্কে জনগণের অসচেতনতা	ব্যাপক প্রচারোনার অভাব এবং জনগনের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হওয়ায়	রক্তদহ বিল এবং নাগর নদীর পার্শ্ববর্তী মৎস্যজীবী ও সাধারণ জনগণ।	সরকারী এব্ং বেসরকারী প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধমে ব্যাপক প্রচারনা এবং উদ্বুদ্ধ করন সভা।	বিভাগীয় ও উপজেলা পরিষদের তহবিল |	
বিল নার্সারি স্থাপন	উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য	রক্তদহ বিল	বিলে রেনু থেকে পোনা উৎপাদনের জন্য নার্সারী পুকুর খনন/নির্মাণ এবং সেখানে রেনু থেকে পোনা তেরীর মাধ্যমে।	বিভাগীয় ও উপজেলা পরিষদের তহবিল	
বিলে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন	দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা	নাগর নদী, রক্তদহ বিল	অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে	বিভাগীয় ও উপজেলা পরিষদের তহবিল	
মৎস্য সংরক্ষণ, মৎস্য হ্যাচারি ও মৎস্য খাদ্য আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করন	দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিলুপ্তি থেকে রক্ষা এবং উৎপাদিত পন্যের গুণগত মান বৃদ্ধি	উন্মুক্ত জলাশয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে	আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় সহযোগীতায় এবং এতদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেও সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক সভা ও সেমিনার এর মাধ্যমে	বিভাগীয় ও উপজেলা পরিষদের তহবিল	
মাটি ও পানির গুনাগুন যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষাগার স্থাপন ও ডিজিটাল কিট ক্রয়	মাটি ও পানির গুনাগুন যাচাইয়ের জন্য	উপজেলা পর্যায়ে	উপজেলা পরিষদের সহায়তায়	উপজেলা পরিষদ	
মাছের পোনা ক্রয় বিক্রয়ের আড়ৎ এ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সমস্যা	পুজির অভাব	স্থানীয় বাজার	টিনসেড পাকা প্ল্যাটফরম ও পানি সরবরাহের জন্য পাম্প স্থাপন।	উপজেলা পরিষদ	
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	মৎস্য চাষিদের প্রশিক্ষনের জন্য	উপজেলা পর্যায়ে	উপজেলা পরিষদের সহায়তায় অডিটেরিয়াম সংস্কার করে সেখানে বিভিন্ন দপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালানো যেতে পারে।	উপজেলা পরিষদ	

উন্নয়ন কর্মসূচি/পরিকল্পনা	২০২২-২০২৩		মৎস্যঅধি দপ্তর	উপজেলা পরিষদ	আউট সোর্স
	পরিমান	বাজেট			
মৎস্য চাষি/হ্যাচারি অপারেটরদের কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি হস্তান্তর	২০০	০.৭৩	৩.২০	৪.৭৮	
উপজেলা পর্যায়ে ব্রুড ব্যাংক স্থাপন	০	০	-	৫.০	১৫.০
মৎস্য আইন সম্পর্কে জনগণের অসচেতনতা	০৫	০.২৫	১.০৫	১.০	
বিল নার্সারি স্থাপন	০		-	২০.০	সৃজনশীল কর্মসূচি
বিলে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন	০১	১.০	১.৭৫	২.৭৫	
মৎস্য সংরক্ষণ, মৎস্য হ্যাচারি ও মৎস্য খাদ্য আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করন	০৫	০.১৬	১.০	০.৮০	
মাটি ও পানির গুনাগুন যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষাগার স্থাপন ও ডিজিটাল কিট ক্রয়	০২	১.০	২.০	৩.০	
মাছের পোনা ক্রয় বিক্রয়ের আড়ৎ এ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সমস্যা	০		-	৩.৫০	০.৫০
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (উপজেলা পরিষদের অডিটেরিয়াম সংস্কার)	০১	১০.০	-	১০.০	
মোট =	২১৪	১৩.১৪	৯.০	৫০.৮৩	১৫.৫০

২.২.৫ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়

লক্ষ্য: দক্ষ ও কর্মক্ষম নারী এবং সমাজে নারীর সম্মানজনক উন্নয়ন

উদ্দেশ্য:

- মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যেমে আত্মকর্মসংস্থানে সহযোগীতা।
- দু:স্থ মহিলা উন্নয়ন(ঠএউ) কর্মসূচী
- দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচী।
- নারী ও শিশু উন্নয়নে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ।
- নারী নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ।
- নির্যাতিত নারী পূর্ণবাসনে আইনী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান
- স্বেচ্ছাসেবী মহিলা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন কর্মসূচী

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের একটি প্রতিষ্ঠান

অনুমোদিত পদ ও বিদ্যমান জনবল:

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১	০১
হিসাবরক্ষক কাম ক্রেডিট সুপারভাইজার	০১	০১

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত
প্রশিক্ষক	০১	০১
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১
অফিস সহায়ক	০২	০২

সেবা ও কাজের ক্ষেত্র:

- মহিলা প্রশিক্ষণ
- দু:স্থ মহিলাদের খাদ্য সহায়তা প্রদান
- মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান
- দরিদ্র গর্ভবতী মাদের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান
- সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি
- বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ স্বেচ্ছাসেবী মহিলা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন
- পূর্ণবাসন ও আইনী সহায়তা প্রদান

স্থানীয় তথ্য:

কর্মসূচির নাম	সময়কাল	উপকার ভোগী	টাকা/খাদ্য শস্য পরিমান	মন্তব্য
ভিজিডি	২০১১-১৬	৩৭৯২ জন	৩.০৫৭.৮৪০ মেট্রিক টন	ভিজিডি মহিলাদের সহযোগী এনজিওর মাধ্যমে সচেতনতা ও দক্ষতা মূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করা হয়।
দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা	২০০৮-০৯ ২০১৫-১৬	৭৯২ জন	৬৭,৬৮,০০০/-	মাতৃত্বকাল ভাতা ভোগীদের সহযোগী এনজিওর মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি গর্ববর্তী মায়ের পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামুলক প্রশিক্ষন দেয়া হয়। তা ছাড়াও ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে বৎসরে ৫ দিন করে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং জন প্রতি ২০০/- প্রশিক্ষণ ভাতা দেয়া হয়।
মহিলা প্রশিক্ষণ	২০০৮-০৯ ২০১৫-১৬	২১০ জন	১০,৮০০০/-	২০১৬-১৭ অর্থ বছর (৩০ী ৪) ১২০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।
ক্ষুদ্র ঋণ	২০০৮-০৯ ২০১৫-১৬	২৯৬ জন	২১,১২০০০/-	আদায়-১৭,৯৩,৩৬২ টাকা অনাদায়- ৪,৩৪,৩৩৮ টাকা
নারী ও শিশু নির্যাতন , বাল্য বিবাহ, যৌতুক নারী ও শিশু পাচার রোধে সচেতনতামুলক এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা ১২৬টি।				
স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি		১৪টি	৬,৭৭,৭০০/-	সক্রিয়- ১০টি নিষ্ক্রিয় - ৪টি
৫টি ক্যাটাগরিতে (৫ী ৩) ১৫ জন নির্বাচিত জয়িতাদের সম্মাননা প্রদান।				
৮ মার্চ আন্তজার্তিক নারী দিবস, ১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবর রহমানের জন্ম দিবস, ৮ মে বিশ্ব মা দিবস, ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস, ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যা দিবস, ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর আন্তজার্তিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ, ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন।				

উন্নয়ন অগ্রাধিকার/চাহিদা ক্রম:

কর্মসূচির বিবরণ	কেন	কোথায়	কীভাবে	অর্থের উৎস		অগ্রাধিকার/ চাহিদা ক্রম
নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ এবং মহিলা উন্নয়ন বিষয়ক উদ্ভোদ্ধকরণ (উঠান বৈঠক) সভা	নারী ও শিশুদের মানুষিক, শারীরিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য	পৌরসভা, ইউনিয়ন, গ্রাম পর্যায়ে	সচেতনতা মুলক উঠান বৈটকের মাধ্যমে	উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ		প্রথম
দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকালীন সহায়তা প্রদান কর্মসূচী জোরদার করণ	নিরাপদ মাতৃত্ব, মা ও শিশুর পরির্যযা এবং পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা করা।	পৌরসভা, ইউনিয়ন, গ্রাম পর্যায়ে	প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সেবা	উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ		দ্বিতীয়
বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন সংক্রান্ত বিষয়ে তাৎক্ষণিক প্রাপ্ত অভিযোগের তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সেল গঠন	নারী, কন্যা শিশুর নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যঝুকি হ্রাস করা।	এ সংক্রান্ত ঘটনাস্থলে	প্রশাসন, সমাজের সচেতন মানুষের সহযোগীতায়	উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ		তৃতীয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত দরিদ্র মা জন্য ভাতাভোগীর মহিলাদের হাসপাতালে নিরাপদ ডেলিভারী নিশ্চিত করন:	নিরাপদ মাতৃত্ব, মা ও শিশুর মৃত্যু ঝুকি হ্রাস করা	উপজেলা হাসপাতাল	উপজেলা হাসপাতালের সহযোগীতায়	উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ		চতুর্থ

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, কাহালু, বগুড়া পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা

		২০২২-২০২৩		
	অর্থের উৎস	সংখ্যা	সুফল ভোগী	সম্ভাব্য ব্যয়
নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ এবং মহিলা উন্নয়ন বিষয়ক উদ্ভোদ্ধকরণ (উঠান বৈঠক) সভা	উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ	১২	২৪০০	১.৩২
দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকালীন সহায়তা প্রদান কর্মসূচী জোরদার করণ	উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ	২৪	১২০০	০.৮৪
বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন সংক্রান্ত বিষয়ে তাৎক্ষণিক প্রাপ্ত অভিযোগের তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সেল গঠন	উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ	৩০	৩০	০.৬০
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত দরিদ্র মা জন্য ভাতাভোগীর মহিলাদের হাসপাতালে নিরাপদ ডেলিভারী নিশ্চিত করন:	উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ	১৫০	১৫০	৩.০০

যোগাযোগ

- ☐ মোট রাস্তা ঃ ২৬০.৮০ কি:মি:
- ☐ পাকা রাস্তা ঃ ৬৬.১৩ কি:মি:
- ☐ আধাপাকা ঃ ১০.৪৯ কি:মি:
- ☐ কাঁচা রাস্তা ঃ ১৮৪.১৮ কি:মি:
- ☐ রেলপথ ঃ ১০.০০ কি:মি:
- ☐ নদীপথ ঃ ২৬০.৮০ কি:মি
- ☐ রেলওয়ে স্টেশন ঃ ০২ টি
- ☐ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ(সরকারি) ঃ ০২ টি
- ☐ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ(বেসরকারি) ঃ ০১ টি
- ☐ ডাকঘরের সংখ্যা ঃ ১১ টি।

২.২.৬ পরিবার পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুণ্য পদ
	ক্লিনিকেল ও নন-ক্লিনিকেল (অফিস পর্যায়)			
০১	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	০১	০১	-
০২	মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)	০১	০১	
০৩	সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	০১	-	০১
০৪	সহকারী পঃকঃ কর্মকর্তা (এমসিএইচ-এফপি)	০১	-	০১
০৫	পরিবার পরিকল্পনা সহকারী (টিএফপিএ)	০৩	০৩	-
০৬	অফিস সহকারী কাম কমঃ অপারেটর	০১	০১	-
০৭	অফিস সহায়ক	০১	-	০১

		২০২২-২০২৩				
০১	জনবহুল স্থানে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগীয় বিলবোর্ড স্থাপনা (উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে)	০	০৪টি	০৪টি	০৪টি	০৪টি
		প্রাতাটি বিল বোর্ড ৫,০০,০০০/- টাকা হিসাবে ১৬ টি				
০২	পরিবার পরিকল্পনা বিভাগীয় কার্যক্রম অধিকতর সুপারভিশন ও মনিটরিং এর জন্য পরিবহন সুবিধা প্রদান । (উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার ও এফপিআইদের মটর সাইকেল) । মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের জন্য এম্বুল্যান্স		০২ টি	০১ টি	০২ টি	০২ টি
০৩	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও প্রজেকশন স্ক্রীন ও ফটোকপি মেশিন		০১ টি			
০৪	বাল্য বিবাহ রোধে অভিভাবক সমাবেশ (উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে) বছরে ২০০ জন অংশগ্রহনকারী হিসাবে মোট ঃ ১০০০ জন	০	১০ টি	০৫ টি	০৫ টি	০৫ টি
		অংশগ্রহনকারী সম্মানী ১০০০জন ঢ ৫০০/=৫০০০০০/ আনুসঙ্গিক ব্যয় ১০০০জন ঢ ৪০০/=৪০০০০০/- আপ্যায়ন ব্যয় ১০০০জন ঢ ২০০/=২০০০০০/- রিসোর্স পার্সন সম্মানী ৫০জন ঢ ১০০০/=৫০০০০/- স্রেক্রেটারীয়েল ও সহায়ক ২০জন ঢ ৫০০ =১০০০/- অন্যান্য ব্যয় =২০০০০/- ১১,৮০,০০০/-				
০৫	বাল্য বিবাহ রোধ ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহনে কাজি , ইমাম ও মোয়াজ্জিমদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন । (ইউনিয়ন পর্যায়ে) বছওে ৩০ জন অংশগ্রহনকারী হিসাবে ২৫ টি কর্মশালা = ৭৫০ জন	০	১০ টি	০৫ টি	০৫ টি	০৫ টি
		অংশগ্রহনকারী সম্মানী ৭৫০জন ঢ ৫০০/= ৩৭৫০০০/ আনুসঙ্গিক ব্যয় ৭৫০জন ঢ ৪০০/=৩০০০০০/- আপ্যায়ন ব্যয় ৭৫০জন ঢ ২০০/= ১৫০০০০/- রিসোর্স পার্সন সম্মানী ৫০জন ঢ ১০০০/=৫০০০০/- স্রেক্রেটারীয়েল ও সহায়ক ২০জন =১০০০/- অন্যান্য ব্যয় =২০০০০/- = ৯০৫০০০/-				

২.২.৭ প্রাণি সম্পদ

লক্ষ্য: মাংস ও দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহালু

উদ্দেশ্য:

- পরিবেশ উপযোগী গাভীর জাত উন্নয়ন
- গাভী পালন বিষয়ে কৃষকের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি
- রোগ মুক্ত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন
- উন্নত ঘাস চাষ সম্প্রসারণ
- দক্ষ চিকিৎসা কর্মী তৈরী করন
- কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ
- গবাদি পশুর সুচিকিৎসা নিশ্চিত করণ, এবং
- রোগ প্রতিষেধক টিকা ও পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ
- হালালও স্বাস্থ্য সম্মত মাংস সরবরাহ করণের লক্ষে মাংস বিক্রতাদের সচেতনতা বৃদ্ধিও লক্ষ্যে প্রশিক্ষন কর্মসূচি
- এন্টিবায়োটিক ফ্রি দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদন

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর অধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের একটি প্রতিষ্ঠান।

হাঁস(দেশী+হাইব্রিড)	১৪,৭১২ টি
কবুতর	২১,৭৯৮ টি
রাজহাঁস	১৪,৫৩২ টি

কোয়েল	১৫৩২ টি

গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খামার	
গাভীর খামার	১৫৬টি
গরু মোটাতাজাকরণ খামার	১৮৭ টি
ছাগলের খামার	২৭ টি
ভেড়ার খামার	২২ টি
মুরগির খামার (ব্রয়লার)	১০৫ টি
মুরগির খামার লেয়ার	৪৩ টি
মুরগি (কক)	১৬ টি
হাঁসের খামার	৫ টি
হ্যাচারী (মুরগি)	-
হ্যাচারী(হাঁস)	-
চিকিৎসা	
গবাদিপ্রাণি	১৩,৮৮৪ টি
পাখি	৭৩,১৭৮ টি
কৃত্রিম প্রজনন	১২,৬৫৫ টি
টিকা	১,৬৪,২৭২ টি
গবাদি প্রাণি	১১,৩৭২ টি
পাখি	১,৫২,৯০০ টি

প্রাণি-পাখি জাত দ্রবাদি	চাহিদা	উৎপাদন	ঘাটতি
মাংশ (মে. টন)	৯১০০	৫,৫০০	৩৬০০
দুধ (মে. টন)	১৯০০০	১০,৭৫০	৮,২৫০
ডিম (টি)	২,১৭০০০০০	৬৫,০০০০০	১৫২,০০০০০
চামড়া (টি)		৪১,০০৫	
বিষ্ঠা (মে. টন)		৩,২৩০০০	
ঘাস চাষ	১৬.৭০ একর	টিকা	৪৭০০০/-
ব্যায়োগ্যাস	১২ টি	কৃত্রিম প্রজনন	১,৮০,৮২৫/-
রাজস্ব আদায়	২,২৭,৮২৫/-		

২.২.৮ সমবায়

কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ	০১ টি
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ	০২ টি
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ	১৫ টি
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ	১০৯ টি
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৩৭ টি
যুব সমবায় সমিতি লিঃ	১১ টি
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি	০৫ টি
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ	১২০ টি
পুরুষ বিত্তহীন সমবায়সমিতি লিঃ	০৬ টি
মহিলা বিত্তহীন সমবায়সমিতি লিঃ	০৭ টি
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ	০২ টি
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ	০৫ টি
চালক সমবায় সমিতি	৩ টি

২.২.০৯ মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস

জনসংখ্যা ঃ ১,৭৬,৬৭৮ জন (আদম শুমারী ২০১১ অনুযায়ী) পুরুষ = ৮৭০৭৩, মহিলা = ৮৯৬০৫ জন।
ইউনিয়ন সংখ্যা ঃ ০৬টি, পৌরসভা=০২টি, গ্রামের সংখ্যা=২৪৬টি।
মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা= ৩২টি, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যায় সংখ্যা=০২টি।
ফাজিল মাদরাসার সংখ্যা=০৪টি, আলিম মাদরাসার সংখ্যা=০৬টি, দাখিল মাদরাসার সংখ্যা=১৪টি।
স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদরাসার সংখ্যা=০৮টি।
ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা=০৩টি, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ = ০৩টি (সরকারি ০১টি)।
স্কুল এন্ড কলেজের সংখ্যা = ০২টি, কারিগরি কলেজের সংখ্যা=০২টি।
মাল্টিমিডিয়া ও ল্যাপটপ প্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা = ৪৮ (কলেজ=০৫, বিদ্যালয়=২৫ ও মাদরাসা=১৮)টি।
শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা = ০৬টি (বিদ্যালয় = ০৫ ও মাদরাসা = ০১)টি।

পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কি কাজ করা দরকার	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের উৎস ও পরিমাণ	কিভাবে
০১	বই সংরক্ষণের জন্য গুদাম নাই	১. প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক বিনামূল্যের বিতরণকৃত পুস্তক সংরক্ষণের জন্য। ২.শিক্ষাপোকরণ ও সময় সময় সংরক্ষণ করা যাবে।	উপজেলা কমপ্লেক্স এর সুবিধানুযায়ী স্থানে।	১.সরকারী তহবিল। ২. বিভাগীয় প্রকল্প। ৩.উপজেলার সহযোগীতা। ৫৫,০০,০০০/-	সরকার কর্তৃক এ বিষয়ে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা প্রেরণ ও তদারকি অব্যাহত রাখা।
০২	অফিস এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে আসবাব পত্রের অভাব।	১.কর্মকর্তা, অফিস সহকারী ও শিক্ষকবৃন্দগণ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহকারে ভালভাবে বসার সুযোগ পাবেন। ২. কাজের মান বৃদ্ধি পাবে।	উপজেলা দপ্তরে বিদ্যালয়ে	১.সরকারী তহবিল ২.বিভাগীয় তহবিল ৩.প্রকল্প বরাদ্দ ১,০০,০০০/-	১. প্রয়োজনীয় বরাদ্দের জন্য প্রেরণ তদারকীকরণ ও তহবিল সংগ্রহ । ২.এ সংক্রান্ত অংশগ্রহণ মূলক কামি গঠনের মাধ্যমে।

০৩	ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নাই।	১.ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা বিধান হবে। ২.বাইরের দখলকারী হতে রক্ষা পাবে বিদ্যালয়ের সম্পত্তি।	সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে	১.সরকারী অনুদান। ২.এনজিওদের সহযোগিতা ৩.স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহযোগীতা ৪.বিভাগীয় তহবিল।	১.উপযুক্ত দপ্তরসমূহে আবেদন ও প্রস্তাবনা প্রেরণের মাধ্যমে। ২. স্থানীয়/বিদ্যালয় পর্যায়ে কমিটি গঠন মাধ্যমে। ৩.বিভাগীয় অনুদান হতে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে।
০৪	নির্বাচিত টিউবওয়েলবিহীন বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপন ও শৌচাগার মেরামত করণ।	১.বিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাস্থ্য সম্মত ও শিক্ষার অনুকুল হবে। ২.শিক্ষিকা ও মেয়ে শিশুদের জন্য অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হবে।	নির্বাচিত বিদ্যালয় সমূহে।	১.দাতা সংস্থা ২.এনজিও। ৩.স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা।	১.উপযুক্ত সংস্থাসমূহে আবেদন ও প্রস্তাব প্রেরনের মাধ্যমে। ২. ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে সময় সময় সচেতন করা।
০৫	শিক্ষাখাতের বরাদ্দ দিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে সম্পৃক্ত করা।	১.নির্মাণ কজ ত্রুটিমুক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। ২. শ্রেণী পাঠদান নির্বিঘ্ন হবে। ৩.বিদ্যালয় আকর্ষনীয় সৃষ্টি হবে।	নির্বাচিত বিদ্যালয় সমূহে।	সরকারি তহবিল	১.নির্মাণ কাজ দৈনিক তদারকির জন্য এসএমসিকে দায়িত্ব অর্পণ। ২. যথাযথ নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারে নজর রাখা।

তৃতীয় অধ্যায়
উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধারণা

৩.১ পরিকল্পনা কি

কোন দেশের ভবিষ্যত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গগ্রহণ ও কার্যক্রম প্রণয়নের সনাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রুপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য এশটি মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা। এঁা ব্যতীত সরকারের পক্ষে রুপকল্পের আলোকে কার্যকরভাবে দক্ষতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারাও পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে ঊুদ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং এশটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এশটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (২০১০-১১ হতে ২০২০-২১) এবং মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা 'সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা' প্রণীত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস; খ) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য এশটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ; এবং গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় এশটি টেশসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদেও টেশসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা। এয়াড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং এশটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

৩.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

৩.২.১ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ ২) সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০; এবং ৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্রতিফলন ঘাঁনো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

৩.২.২ খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন; কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের সঠিক ও টেশসই পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসাওে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন; যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ সড়ক মাস্টার প্লান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার এশটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন একক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৩.২.৩ উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদেও প্রাপ্যতা বিবেচনা কওেউপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্মরত এনবিডিসমূহের চাহিদাও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

➢ **উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা**

পঞ্চ-বার্ষিক প্ররিকল্পনা উপজেলা পরিষদেও এশটি মধ্যম মেয়াদেও পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনাটি সমন্বিত প্রকৃতির (comprehensive) হওয়া উচিৎ এবং এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন; ইউনিয়ন, পৌরসভা, এনবিডি, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ। উক্ত পরিকল্পায় ভিশন, উদ্দেশ্যসমুহ,উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নসূচী থাকতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে কওে এঁা জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং উহাতে অবদান রাখতে পারে।

➢ **উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা**

উপজেলা পরিষদেও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উপজেলার বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। এতে প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, তহবিলের উৎস, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরীবিক্ষণ পদ্ধতি (monitoring mechanism) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিভাজন হওয়া বাঞ্চনীয়।

৩.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি

এলজিডি'র নির্দেশিকা[১] অনুসাওে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসাওে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহন করতে হবে।

সাধারণভাবে উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে:

- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্যম-মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল
- বিদ্যমান পরিস্থিতি (জরুরী এবং/ বা গুরুত্বপূর্ণ)
- বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম
- আর্থিক সম্পদেও প্রাপ্যতা এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সক্ষমতা

যেহেতু পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

প্রতি উপজেলার অর্থ বছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রতি বছর এপ্রিল মাসে উদ্যোগ গস্থহণ কওে জুলাই মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৩.২.৫ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিচের চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হলো।

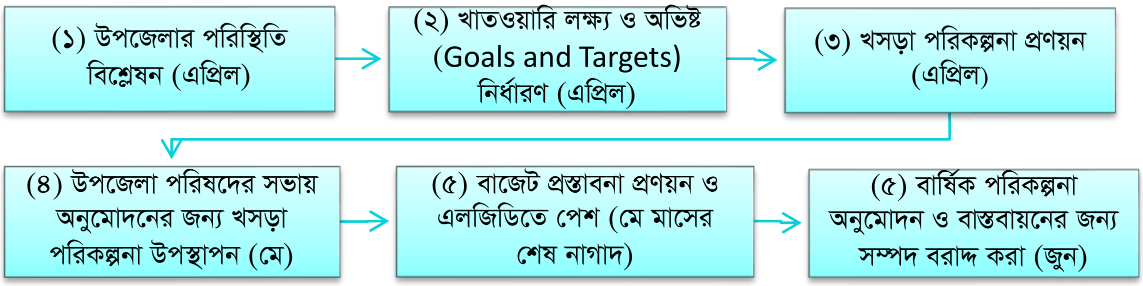

চিত্র ১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। একইসাথে প্রত্যেক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কেও আলোচনা করেছে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ কররছে। উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য এশটি কারিগরি কমিটিও গঠন করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট নিম্নে এ প্রদর্শন করা হলোঃ

পরিকল্পনার ফরম্যাট

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	স্থান	সময়সীমা	পদ্ধতি
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে পরামর্শ	বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ইউপি, ইউডিসিসি ও ওয়ার্ড সভা	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা
তথ্য, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সংগ্রহ	উপজেলা কমিটি, টিজিপি	ইউপি, ইউডিসিসি ও সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	দলীলপত্র সংগ্রহ
সম্পদ বিবরণী হালনাগাদ করা	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	মার্চ মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ সন্নিবেশন	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই-বাছাই	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা/ বিশ্লেষন
খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা চুড়ান্ত করা	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	আলোচনা/ বিশ্লেষন
উপজেলা পরিষদে খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করা	উপজেলা কমিটি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	খসড়া পরিকল্পনা

চতুর্থ অধ্যায়

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে লভ্য সম্পদঃ

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	শিল্প/বাণিজ্যিক উদ্যোগ	অন্যান্য প্রকল্প
উপজেলায় জাতীয় প্রকল্পসমূহ	উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ	শিল্প/বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ ব্যাংকিং/ঋণ কর্মসূচি	সংসদ সদস্যের অগ্রাধিকার প্রকল্প এনজিওসমূহের প্রকল্প সিএসও'র প্রকল্পসমূহ
জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প	জেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ		
সরকারি বিভাগসমূহের ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প	পৌরসভার প্রকল্পসমূহ		
	ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্পসমূহ		

কাহালু উপজেলা পরিষদের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেট

ফরম-ক

(বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)

বাজেট সার-সংক্ষেপ

	বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (২০২০-২০২১)	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০২১-২০২২)	পরবর্তী বৎসরের বাজেট (সম্ভাব্য) (২০২২-২০২৩)
অংশ-১	রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি রাজস্ব অনুদান	১,৫৯,৬০,০০০/-	১,৬০,১৯,০৫৭/-	২,৫৭,৯১,৩৬৬/-
	মোট প্রাপ্তি	১,৫৯,৬০,০০০/-	১,৬০,১৯,০৫৭/-	২,৫৭,৯১,৩৬৬/-
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	৭৫,২৭,০০০/-	৭৮,৩৯,০০০/-	১,৮২,৮২,০০০/-
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত (ক)	৮৪,৩৩,০০০/-	৮১,৮০,০৫৭/-	৭৫,০৯,৩৬৬/-
অংশ-২	উন্নয়ন হিসাব উন্নয়ন অনুদান	২,৩৬,৮৩,০০০/-	২,৬৬,,০৯,৫২৩/-	২,৯৫,০১,৩৬৬/-
	অন্যান্য অনুদান/চাঁদা/ রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৮৪,৩৩,০০০/-	৮১,৮০,০৫৭/-	৯০,০০,০০০/-
	মোট (খ)	৩,২১,১৬,০০০/-	৩,৪৭,৮৯,৫৮০/-	৩,৮৫,০১,৩৬৬/-
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	৩,৯৬,৪৩,০০০/-	৪,২৬,২৮,৫৮০/-	৫,৬৭,৮৩,৩৬৬/-
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	৩,২১,১৬,০০০/-	৩,৪৭,৮৯,৫৮০/-	৩,৮৫,০১,৩৬৬/-
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত	-	-	-
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)	-	-	-
	মোট বাজেট সমাপ্তি	৩,৯৬,৪৩,০০০/-	৪,২৬,২৮,৫৮০/-	৫,৬৭,৮৩,৩৬৬/-

পঞ্চম অধ্যায়
অবস্থা বিশ্লেষন, রুপকল্প ও লক্ষ্য নির্ধারন

বার্ষিক পরিকল্পনারলক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ করা উপজেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারন এটি-

- উপজেলার স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হয়
- বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্পকে অর্থায়ন করা হবে তার সরাসরি নির্দেশনা দেয়
- বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনের (monitoring and reporting) স্পষ্ট সূচক বের করে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করে যাতে করে উক্ত বছরে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারনের ক্ষেত্রে রূপকল্প বিবরণী ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশনা প্রদান করে। বার্ষিক পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা হচ্ছে বিদ্যমান সমস্যা ও বিষয়সমূহকে বিবেচনা করার ও ভবিষ্যত প্রয়োজন ও চাহিদা নিধারণের একটি প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগতভাবে সবচেয়ে কার্যকর উপায় চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা। লক্ষ্য (goals), উদ্দেশ্য (objectives) ও অভিষ্ট(targets) নির্ধারনের একটি মানসম্মত ফরম্যাট সারণী ৫ এ প্রদান করা হলো।

উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষন

উপজেলা পরিষদে বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিস্থিতি বিশ্লেষন করা হয়েছে। নিম্মেড়ব উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (strength), দুর্বলতা (weakness), সুযোগ (opportunity) এবং প্রতিবন্ধকতা (threat) - এসডব্লিউওটি - চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খাতওয়ারি উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য **ক্ষতিকর**
অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য	**সক্ষমতার দিক (Strength)**	**দুর্বলতার দিক (Weakness)**
	বস্তুগত (যান্ত্রিক) সম্পদ ও দক্ষ জনবল	পরিকল্পনা প্রণয়নে মতামত প্রদানের সুযোগ সীমিত
	জনপ্রতিনিধিদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	সকল খাতের প্রতি সমগুরুত্ব না দিয়ে নির্দ্দিষ্ট কিছু খাত যেমন- ভৌত অবকাঠামো ও অনুন্নয়ন খাতে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া
	উন্নয়ন বান্ধব সরকারী নীতি	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতা ও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়ার মানসিকতা না থাকা
	পরিষদের আয় μমাগত বৃদ্ধি পাওয়া	যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের নিশ্চয়তা না থাকা
বাহ্যিক পরিবেশগত বৈশিষ্ট	**সুযোগের দিক (Opportunities)**	**প্রতিকূলতা/ঝুঁকির দিক (Threat)**
	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসাধারনের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ	দলীয় রাজনৈতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল
	যুগপযোগী/আধুনিক উন্নয়ন বিষয়ক মানসিকতা	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহনে অনিহা ও দীর্ঘসূত্রিতা
	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	প্রকল্প বাস্তবায়নে গুনগতমান রক্ষায় দূর্বল দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারী μয় প্রμিয়ায় অস্বচ্ছতা

৫.৩ অবস্থা বিশ্লেষন

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির পূর্বাভাস	সুযোগ/ ঝুঁকি
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা	সকল ইউনিয়ন	৮০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা	২৫ কিমি রাস্তা নির্মান ও সংস্কার হচ্ছে	২৫০ কিমি রাস্তা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আসবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে
জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	সমন্বিত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সুয়েরেজ ব্যবস্থা নেই	পুরো উপজেলা	৩০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা ও উদ্দোগের অভাব	১০ টিগভীর টিউবেউল স্থাপন করা হচ্ছে	৩০০ লোক নিরাপদ পানি পাবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট এবং নতুন নতুন বরাদ্ব রাখতে হবে
শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া ও মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া শ্রেনী কক্ষের অভাব	সকল ইউনিয়ন ও ৭৫ টি মাধ্যমিক স্কুলে	৫০০০ শিক্ষার্থী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ	সচেতনতা এবং বাজেট ও ব্যবস্থাপনার অভাব	টিফিন বক্স বিতরণ এবং ১০ টি স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষ তৈরী হচ্ছে	৫০ টি স্কুলে উপস্থিতি বারবে এবং ১০ টি মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষের মাধ্যমে পাঠদান করানো যাবে	সংশিষ্ট দপ্তর ও উপজেলা পরিষদকে বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে (প্রতি বছর)
কৃষি ও সেচ	নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদনে সচেতনতার অভাব, অপরিকল্পিত ভাবে ভু-গর্ভস্থ পানি সেচ	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার কৃষক এ সব সমস্যা মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের অভাব	সচেতনতা বৃদ্ধিতে১০ টি ব্যাচের প্রশিক্ষন হয়েছে এবং চলমান আছে	৫০০০ জন কৃষক সচেতন হবে এবং পরিকল্পিত সেচ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	কৃষি অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে

	হিসেবে ব্যবহার, কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ও কীৎনাশক) এর অদক্ষ ব্যবহার						
মৎস্য ও পানি সম্পদ	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় না রাখা, সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার অভাব ও বাজারজাতকরণে চ্যানেলের দুর্বলতা	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার চাষী এ সমস্যা সমুহ মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের অভাব	চাষী পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা, প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী চলমান আছে এবং চলবে	৫০০ জন চাষী সচেতন হবে এবং পানির গুনগত মান বজায় রেখে মৎস্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	মৎস্য অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে
মহিলা ও শিশু	বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন	পুরো উপজেলা	মহিলা ও শিশুরা এ সমস্যায় আছে	সচেতনতা, নিরাপত্তা ও আইনি প্রয়োগের অভাব	মহিলা ও শিশুদের মাঝে সচেতনতামূলক সভা, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও আইনের কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে	১২০০ মহিলা ও শিশু এর সুফল পাবে	মহিলা বিষয়ক কার্যালয়কে উদ্দোগ নিতে হবে

৫.৪ রুপকল্প

অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে গফরগাঁও উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

৫.৩ সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট
১	পর্যাপ্ত বাজেটের ব্যবস্থা করা	যোগাযোগ ও অবকাঠামো	১। বাজেট বরাদ্ব বাড়ানোর প্রস্তাব করা ২। রাজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্দোগ নেয়া	১। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হবে ২। উপজেরার আয় বাড়বে
	ঠিকাদারদের কাজের দীর্ঘ সুত্রিতা কমানো		১। ঠিকাদারদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা করা ২। নিয়মিত কাজের তদারকি করা	১। সচেতনতা বৃদ্বি পাবে ২। কাজে গতি আসবে ৩। সময়মত কাজ শেষ হবে
	কাজের গুণগত মান বজায় রাখা		১। কাজের গুণগত মানের উপর ঠিকাদার ও লেবারদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ২। লেবারদের সঠিক মজুরী দেয়া	১। মান সম্পন্ন কাজ হবে ২। উৎসাহের সংগে কাজ করবে
২	সমন্বিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটারী ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	১। পৌর এলাকায় সমন্বিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উদ্দোগ গ্রহণ ২। কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী করা	১। পৌরএলাকায় ৩৫০টি স্টক হোল্ডার তৈরী হবে ২। ১৫টি ইউনিয়নে একটি করে কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী হবে

	টেকসই সুয়ারেজ লাইন তৈরী করা		১। সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী করা ২। কমিউনিটি ভিত্তিক সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা	১। পৌর এলাকায় ২ কি.মি. প্রাইমারী ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরী হবে ২। ৬০টি কমিউনিটি ভিত্তিক স্বল্প ব্যয়ের সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী হবে
৩	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনা	শিক্ষা	১। সচেতনতা বৃদ্ধি ২। বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ ৩। অভিভাবকদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ	১। সকল ছাত্র-ছাত্রীদেও মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে ২। ৫০০ আভিভাবক সমাবেশ হবে ৩। ২৫০০ পরিবারে যোগাযোগ হবে
			১। মিড ডে চালুকরণ ২। নিয়মিত খাবারের মান পযবেক্ষন	১। ২৩৯ টি স্কুলে মিড ডে চালু ২। ২৩৯ টি স্কুলে খাবারের মান পযবেক্ষন
৪	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় রেখে উত্তম মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা চর্চা	মৎস্য	১। প্রশিক্ষন ২। কীট বক্স বিতরণ ৩। ফলাফল প্রদর্শন	১। ২০০ জন চাষী ২। ৫০০ চাষী তার পুকুরের পানি পরীক্ষা করতে সক্ষম হবে ৩। ১০০ জন নতুন চাষী উদ্বুদ্ধ হবে
	মাছের সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করা		১। প্রশিক্ষন ২। ফলাফল প্রদর্শন	১। ১৫০ জন চাষী প্রশিক্ষন পাবে ২। ১২০ জন চাষী উপকৃত হবে
	বাজার ব্যস্থাপনা উন্নত করা		১। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সমবায়ী ধ্যান ধারনা তৈরী করা ২। সমবায় ভিত্তিক পরিবহন ও ল্যান্ডিং ব্যবস্থা চালুকরণ	১। ৫০০ জন চাষী উপকৃত হবে ২। ৬০০ জন চাষী উপকৃত হবে
৫	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা চালু, কীট নাশকের ব্যবহার	কৃষি ও সেচ	১। সচেতনতা বৃদ্ধিতে কৃষক প্রশিক্ষণ ১৬ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন কৃষক) ২। পোকা মাকড় দমনে	১। বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন ২। ৪৮০ জন কৃষক প্রশিক্ষিত হবে। ৩। প্রদর্শনী দেখে ২০০০ জন কৃষক সচেতন হবে।

	কমানো		জৈবিক ও যান্ত্রিক দমন ব্যবহার ৩। কৃষকদের মাঝে প্রদর্শনী উপকরণ বিতরণ।	
৬	বাল্য বিবাহের হার কমিয়ে আনা	মহিলা ও শিশু	১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। বিদ্যালয় পর্যায়ে বিগ্রেড গঠন ৩। আইনী সহায়তা দেয়া	১। ১,২০০জন উপকৃত হবে ২। ৯৯ টি স্কুলে ব্রিগেড গঠিত হবে ৩। ২৪ জন সহায়তা পাবে
	নারী ও শিশু নির্যাতনের হার কমিয়ে আনা		১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। অভিযোগ গ্রহন ও নিষ্পত্তিকরন ৩। আইনী সহায়তা	১। ১০০ টি উঠান বৈঠক ২। ২৪টি অভিযোগ নিষ্পত্তি ৩। ৮ জনকে আইনী সহায়তা

ষষ্ঠ অধ্যায়
উন্নয়ন কার্যক্রম

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

<u>জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প</u>

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের লক্ষ্য হলো নিজস্ব পুজি বব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দরীদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকায়ন নিশ্চিত কওে দারিদ্র নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন ।১ লক্ষ গ্রাম সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে এর সুবিধা দেয়া হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত
আশ্রায়ন প্রকল্প	সমাজ কল্যাণ	দেশের ভুমিহীন দরীদ্র পরিবারকে আশ্রয় দেয়া ও তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দেয়াই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। গফরগাঁও উপজেলা এ পর্যন্ত ৩টি আশ্রায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪০ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	২ টি ইউনিয়ন	চলমান
এলজিএসপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	ইউএনডিপি এর অর্থায়নে ইউনিয়ন সমুহের গভর্নেন্স এবং অবকাঠামো উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ।	সকল ইউনিয়ন	৫ বছর
ইউজিডিপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	জাইকার অর্থায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকলটি ২০০টি উপজেলায় ৫ বছরের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারী সেবা সমুহ জনগনের দোর গোড়ায় পৌচ্ছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং উপজেলায় পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে তহবিল হস্তান্তর। যার ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।	৪৯১ টি উপজেলা	ডিসেম্বর, ২০১৬ হইতে জুলাই, ২০২১

বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম

উপজেলা শিক্ষা অফিস

লক্ষ্য: সবার জন্য যুগোপযোগী মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

উদ্দেশ্য:

- শিশুদেরকে দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা;
- দেশের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিকরণ;
- শিশুদেরকে জাতীয়তাবোধে, সৃজনশীলতায়, বিজ্ঞানমনস্কতায় ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা;
- খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদেরকে শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ সাধনে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা;
- শিশুদের স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা;
- শিশুদের ঝড়ে পড়া রোধকরণ;

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ১১ জন জনবলবিশিষ্ট উপজেলা শিক্ষা অফিস। জেলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার।

অনুমোদিত পদ ও বিদ্যমান জনবল:

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুন্য পদ
উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	০১	০১	০
সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	০৫	০৫	০
উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	০১	০১	০

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুন্য পদ
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০২	০১	০১
হিসাব সহকারী	০১	০০	০১
অফিস সহায়ক	০১	০০	০১

উন্নয়ন অগ্রাধিকার/চাহিদা ক্রম:

উন্নয়ন কর্মসূচির নাম/বিবরণ	কেন	কোথায়	কীভাবে	অর্থের উৎস	অগ্রাধিকার/ চাহিদা ক্রম
পাঠ্যপুস্তক সংরক্ষণের জন্য গুদামঘর নির্মাণ	সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের জন্য বিপুল পরিমাণ পাঠ্যপুস্তক এর নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য	উপজেলা পরিষদ চত্তরে	এলজিইডি এর কারিগরি সহায়তায়	উপজেলা পরিষদ	
অফিস এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে আসবাবপত্র সংগ্রহ	অফিসে কর্মচারীদের ব্যবহার ও কাগজপত্র সংরক্ষণের জন্য এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য বেঞ্চ ও কাগজপত্রাদি সংরক্ষণের জন্য আসবাবপত্র সংগ্রহ	উপজেলা অফিস ও বিদ্যালয়	চাহিদার অগ্রাধিকার ভিত্তিক	উপজেলা পরিষদ	
ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মান	সড়ক সংলগ্ন বিদ্যালয়ে শিশুদের দূর্ঘটনা রোধ	ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় সমূহে	এলজিইডি এর কারিগরি সহায়তায়	উপজেলা পরিষদ	
ঝগঈ সক্রিয় করণ কর্মশালা	বিদ্যালয় পরিচালনা ও উন্নয়নে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি	ক্লাস্টার/ইউনিয়ন পর্যায়ে	এসএমসি ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে	ইউনিয়ন পরিষদ	
বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন	জাতীয় কর্মসূচি যথাযথভাবে আয়োজন ও শিশুদের মাঝে সুস্থ প্রতিযোগীতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ	ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে	সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করে	ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ	
বই বিতরণ উৎসব আয়োজন	বছরের প্রথম দিনেই আনন্দঘন পরিবেশে শিশুদের মাঝে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টিসহ বিদ্যালয়মুখী করে গড়ে তোলা	প্রতিটি বিদ্যালয়ে	কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, এসএমসি সদস্যবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি ও বিদ্যেৎসাহী ব্যাক্তির অংশগ্রহণে		
উপবৃত্তি কার্যক্রম	শতভাগ ভর্তি এবং উপস্থিতি নিশ্চিতসহ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং ঝড়ে পড়া রোধ নিশ্চিত করা	প্রকল্পভুক্ত সকল বিদ্যালয়ে	রুপালী ব্যাংক শিওর ক্যাশের মাধ্যমে মায়েদের মোবাইল ফোনে টাকা প্রদান করা হয়		

উপজেলা শিক্ষা অফিস, কাহালু, বগুড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাজেট

উন্নয়ন কর্মসূচীর নাম/বিবরণ		২০২২-২০২৩		
	অর্থেরউৎস	সংখ্যা (কর্মসূচি)	সুফল ভোগী	সম্ভ্যাব্য ব্যয়
গাইডওয়াল নির্মাণ	এডিপি এবং এলজিএসপি	০২টি	শিক্ষক শিক্ষার্থী	৪.০
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রীল নির্মাণ	এডিপি এবং এলজিএসপি	০২টি	শিক্ষক শিক্ষার্থী	২.০
টয়লেট মেরামত	এডিপি এবং এলজিএসপি	০২টি	শিক্ষক শিক্ষার্থী	০.২০
জাতীয় পতাকার বেদিসহ স্ট্যান্ড	উপজেলা পরিষদ	১৫টি	শিক্ষক শিক্ষার্থী	০.৭৫
উপজেলা শিক্ষা অফিসের ফুলবাগানের প্রাচীর নির্মাণ	উপজেলা পরিষদ	---	---	---
হতদরিদ্র শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেস ক্রয়	উপজেলা পরিষদ	১৭টি	সকল শিক্ষার্থী	১.৭০
আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা	উপজেলা পরিষদ	৮৪টি	সকল শিক্ষার্থী	১.৬৮
বিদ্যালয় পর্যায়ে ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়	উপজেলা পরিষদ	৮৪টি	৮৪টি বিদ্যালয়	১.৬৮
মিডডে মিল চালুর জন্য সকল শিক্ষার্থীদের মাঝে টিফিন বক্স বিতরণ	উপজেলা পরিষদ	০১টি	সকল শিক্ষার্থী	০.৫০
শিক্ষার্থী উপস্থিতি বৃদ্ধিকরণে মা সমাবেশ আয়োজন	উপজেলা পরিষদ	১৪টি	সকল অভিভাবকগণ	০.৭০
উপজেলা পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন	উপজেলা পরিষদ	২টি	সকল শিক্ষার্থী	০.২০

বিআরডিবি অফিসের কার্যক্রমঃ

ঋণ কার্যক্রম (লক্ষ টাকায়) ঃ-

ক্রঃ নং	বিবরণ	প্রাপ্ত তহবিল	ঋণ বিতরণ	আদায় যোগ্য	আদায়	আদায়ের হার%	খেলাপী/বকেয়া
০১	স্বল্প মেয়াদী (শস্য) ঋণ	৪৫৫.০২	৪৫১.৯৭	৪২৬.৭৭	৩৬০.৫৪	৮৪%	৯১.৪৩
০২	মেয়াদী (সেচ যন্ত্র)	২৩৪.১৯	২৩৪.১৯	২৩৪.১৯	২১৭.১১	৯৩%	১৭.০৮
০৩	মউ	ব্যাংক-১৯৬.৫৯ নিজস্ব-১৭.০২	১৯৬.৫৯ ১৭.০২	১৭৬.৫৯ ১৪.০২	১৭৬.৪২ ১৩.৬৩	৯৯% ৯৭%	২০.১৭ ৩.৩৯
০৪	আবর্তক (কৃষি)	১৪.০৯	৮৫.৮৬	৭৬.০৬	৭০.৫৬	৯৩%	১৫.৩০
০৫	সদাবিক	৬৬.০০	১৮০.১৬	১৬৪.২১	১১১.৪৬	৬৮%	৬৮.৭০
০৬	পল্লী প্রগতি প্রকল্প	১৭.০০	৪৩.৭৭	৩৬.৪১	২৭.৬৮	৭৬%	১৬.০৯
০৭	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা	১৭.৯৯	২৯.৭৫	২২.৫৩	১২.৭১	৫৬%	১৬.৪৪
০৮	অপ্রধান শস্য উৎপাদন	২.৩৭	২.৩৭	২.৩৭	২.৩৭	১০০%	--
০৯	পজীপ	১১৯.৫৮	৩১০.০০	২৩২.৯৪	২২২.২৯	৯৫%	৮৭.৭১
	মোট=	১১৩৯.৮৫	১৫৯১.৬৪	১৩৮৬.০৯	১২১৪.৭৭	৮৮%	৩৩৬.৩১

অংশীদারিত্ব মূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিআরডিপি-২) তথ্যাবলী ঃ-

(ক) প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়নের সংখ্যা-০২ টি
(খ) গ্রাম সংখ্যা- ২৪ টি
(গ) ইউসিসি স্কীম- ০৬ টি
(ঘ) জিসি স্কীম- ২৪ টি
(ঙ) ইউসিসি গঠন- ০২ টি
(চ) ইউসিসিএম- ২৪ টি।
(ছ) গ্রাম কমিটি গঠন- ১৬ টি
(জ) গ্রাম কমিটির সভা- ২৫০ টি
(ঝ) প্রশিক্ষণ ব্যাচ- ১৮৫ টি
(ঞ) সুবিধাভোগী- ২৫,১২০ জন।

অংশীদারিত্ব মূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩) এর তথ্যাবলী ঃ-

(ক) প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়রেন সংখ্যা-০৪ টি
(খ) গ্রাম সংখ্যা-২৬ টি
(গ) ভিডিসি স্কীম- ১৯ টি
(ঘ) ইউসিসি গঠন- ০৪ টি
(ঙ) ইউসিসিএম- ৬৬ টি
(চ) গ্রাম কমিটি গঠন- ২৬ টি
(ছ) গ্রাম কমিটির সভা- ২৪৪ টি
(জ) প্রশিক্ষণ ব্যাচ- ৩৭ টি
(ঝ) সুবিধাভোগী- ১৫,৭৫০ জন।

পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) এর তথ্যাবলী ঃ-

(ক) বিত্তহীন মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা- ৮৪ টি
(খ) সদস্য সংখ্যা-২,০১২ জন
(গ) শেয়ার আমানত- ৫,২০,০০০/- টাকা
(ঘ) সঞ্চয় আমানত-২৫,৪০,০০০/- টাকা ।

মহিলা বিষয়ক কার্যালয়

মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ বিতরনঃ

১. এ পর্যন্ত মোট তহবিল = ১০,৬১,৯৬৬/-

২. ঘূর্ণায়মান তহবিল = ২৮,১১,৯৯৯/-
৩. মোট ঋণ গ্রহীতা = ২৭৬জন

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ঃ

১. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের উপর জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উঠান বৈঠক।
২. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের সংখ্যাঃ ৩১ টি।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ঃ

১. উঠান বৈঠক ঃ ৬০ টি।
২. অভিযোগ প্রাপ্তির সংখ্যা ঃ ২১টি।
৩. মিমাংসার সংখ্যা ঃ ১৬ টি।
৪. আইনী সহায়তার সংখ্যা ঃ ৫টি।

ভালনারেবল গ্রুপ ডেভলপমেন্ট (ভিজিডি)

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা প্রতি ২ বৎসর অন্তর অন্তর = ২,১৬৩ জন

৬.২ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা

প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকাঃ

বীরকেদার ইউনিয়নঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	টাকার পরিমান	অর্থের উৎস্য
০১	১)গ্রাম করমজি খন্দকার পাড়া হইতে রবিউলের বাড়ী হইতে রশিদের বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং,	৭৫০৩৯/-	এডিপি
	২)ইসলামপুর বড় বাড়িয়া এমদাদুল বাড়ী হইতে খাড়িয়া বিরিজ পর্যন্ত ইট সোলিং,	৫২৪০৫/-	

	৩)তিলিয়া পশ্চিম মতিলাল এর বাড়ী হইতে আফছার এর বাড়ী হইতে রুহুল এর বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং,	৫২৪০৫/-	
	৪)তিলিয়া খন্দকার পাড়া সাদেক আলী এর বাড়ী হইতে সজল এর বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং,	৫২৪০৫/-	
	৫)হাট সাজাপুর উত্তরপাড়া এমদাদুল এর বাড়ী পর্যন্ত ঢালাই,	১৭৮৭৬৯/-	
	৬)খিহালী সোনারপাড়া সাকিব বাড়ীর নিকট হইতে ঠ্যারকাল পুকুরের কোনা পর্যন্ত সোলিংকৃত রাস্তা সংস্কার,	৫২৪০৪/-	
	৭)যুগিপোতা মনতাজের বাড়ী হতে পূর্ব দিকে রাস্তা পর্যন্ত ইট সোলিং,	৫২৪০৪/-	
	৮)ধাপ ডলির বাড়ী হতে উত্তর দিকে চেয়ারম্যানের চাতাল পর্যন্তইট সোলিং	৫২৪০৪/-	
	১) পশ্চিম আলোহালী হেলালের বাড়ী হতে সিদ্দিকের বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং,	৭৫০৩৯/-	
	২)মোঃ রেজাউলের বাড়ী হতে মোঃ সিদ্দিকের বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং,	৫২৪০৪/-	
	৩) কুদ্দুসের বাড়ী হতে চান মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং,	৭৫০৩৯/-	
	৪)পশ্চিম আলোহালী উত্তর পাড়া পাকা রাস্তর মাথা হতে বোরহানের বাড়ীর অভিমুখে রাস্তা পর্যন্ত ইট সোলিং,	২০০০০০/-	
	৫)তারাজুলাই গ্রামের পূর্ব পাড়া হতে আজিজারের বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং,	৯২৮৭৬/-	
	৬)হাট সাজাপুর দক্ষিন পাড়া ইউসুফের বাড়ী হতে মতাছিনের বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং	৭৫০৩৯/-	
	৭)কামার গ্রাম হাফিজারের দোকানের সামনে হতে রেজাউলের বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং	৫০০০০/-	

অষ্টম অধ্যায়
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

৮.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করে:

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসাওে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন; উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের জন্যেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন।

পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনারও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮.৪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো:

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেতও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশল:

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/ স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও পৌরসভায় প্রেরণ করবে।

(মোঃ মাছুদুর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পাপিয়া সুলতানা বগুড়া।

(আল হাসিবুল হাসান)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, কাহালু, বগুড়া।